টীকা-১০৩. সর্বাপেক্ষা মহান বস্তুদ্বয়, যেগুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে, সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থ এ যে, 'তবে কি প্রতিমা উত্তম, না তিনিই যিনি আসমান ও যমীনের মতো মহান ও আশ্চর্যজনক মাখ্লূক তৈরী করেছেন?' (নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।)

টীকা-১০৪. এটা তোমাদের ক্ষমতাধীন ছিলো না।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. না তিনি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (১০৩) এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন? অতঃপর আমি তা থেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগানসমূহ উদগত করেছি; তোমাদের ক্ষমতা ছিলো না সেগুলোর বৃক্ষাদি উদ্‌গত করার (১০৪)। আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য খোদাও আছে (১০৫)? বরং ঐসব লোক সৎপথ থেকে সরে পড়ছে (১০৬)।

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. না তিনি, যিনি পৃথিবীকে বসবাস করার জন্য তৈরী করেছেন, সেটার মাঝে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন, সেটার জন্য নোঙ্গর সৃষ্টি করেছেন (১০৭) এবং উভয় সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় রেখেছেন (১০৮)? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশই অজ্ঞ (১০৯)।

أَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন (১১০) যখন তাঁকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ এবং তোমাদেরকে ভূ-খণ্ডের মালিক করেন (১১১)? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য খোদাও আছে? অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই মনোযোগ দিয়ে থাকে।

أَمَّنْ يَّهْدِيكُمْ فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. না তিনি, যিনি তোমাদেরকে সৎপথ দেখান (১১২) পুঞ্জিভূত অন্ধকারে- স্থলের ও জলের (১১৩) এবং যিনি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেন আপন রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহী রূপে (১১৪)? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য খোদাও আছে? বহু উর্দ্ধে আল্লাহ্ তাদের শির্ক থেকে।

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. না তিনি, যিনি সৃষ্টির আরম্ভ করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন (১১৫)? এবং কে তোমাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীন থেকে জীবিকা প্রদান করেন (১১৬)? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য খোদাও আছে? আপনি বলুন, 'নিজেদের প্রমাণ হাযির করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১১৭)!'

টীকা-১০৫. এ সব মহা ক্ষমতার প্রমাণাদি দেখেও কি এমন বলা যেতে পারে? কখনো না। তিনি একক; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

টীকা-১০৬. যারা তাঁর জন্য শরীক স্থির করে।

টীকা-১০৭. ভারী পর্বতমালা', যেগুলো সেটাকে নড়াচড়া করা থেকে রক্ষা করে।

টীকা-১০৮. যাতে লবণাক্ত ও মিষ্ট পানি পরস্পর মিশতে না পারে।

টীকা-১০৯. যারা আপন প্রতিপালকের একত্ব ও তাঁর ক্ষমতা এবং ইখ্তিয়ার সম্পর্কে জানে না এবং তাঁর উপর ঈমান আনে না।

টীকা-১১০. এবং চাহিদা পূরণ করেন

টীকা-১১১. যাতে তোমরা তাতে বসবাস করো এবং যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকো?

টীকা-১১২. তোমাদের গন্তব্যস্থানসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলীর

টীকা-১১৩. নক্ষত্ররাজি ও চিহ্নসমূহ দ্বারা

টীকা-১১৪. 'রহমত' দ্বারা এখানে 'বৃষ্টি' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৫. তার মৃত্যুর পর। যদিও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করাকে কাফিরগণ স্বীকার করতো না, কিন্তু যেহেতু সে বিষয়ের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ স্থির করা হয়েছে, সেহেতু সেগুলোকে অস্বীকার করার কোন গুরুত্বই নেই; বরং যখন তারা প্রাথমিক সৃষ্টির কথা স্বীকার করে তখন তাদেরকে পুনরুত্থানের বিষয়কেও মেনে নিতে হবে। কেননা, প্রথমে সৃষ্টি করা পুনর্বার সৃষ্টি করার উপর মজবুত দলীল। সুতরাং এখন তাদের জন্য কোন ওযর-আপত্তি ও অস্বীকার করার কোন অবকাশ থাকেনি।

টীকা-১১৬. আসমান থেকে বৃষ্টি (বর্ষণ করে) এবং যমীন থেকে উদ্ভিদ (জন্মিয়ে)?

টীকা-১১৭. নিজেদের এই দাবীর মধ্যে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য ও রয়েছে'; সুতরাং বলোতো পূর্বে যেসব গুণ ও পরিপূর্ণতা উল্লেখ করা হয়েছে

সেগুলো কার মধ্যে রয়েছে? আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেউ নেই, তখন আবার অন্য কাউকে কীভাবে উপাস্য স্থির করছো?

এখানে, هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ (তোমাদের প্রমাণাদি হাযির করো) এরশাদ করে তাদের অক্ষমতা ও বাতিল হওয়াটাই প্রকাশ করা হয়েছে।

টীকা-১১৮. তিনিই জ্ঞানী অদৃশ্য বিষয়াদির। তাঁরই ইচ্ছা– যাকে চান সে বিষয়ে অবগত করবেন; সুতরাং তিনি আপন প্রিয় নবীগণকে বলে দেন। যেমন সূরা 'আল-ই-ইমরান'-এ এরশাদ হয়েছে– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ـ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আপনি বলুন, 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না যারা আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ (১১৮)। এবং তাদের খবর নেই যে, তারা কবে পুনরুত্থিত হবে।

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তাদের জ্ঞানের পরম্পরা কি আখিরাত সম্পর্কে জানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (১১৯)? বরং তারা সেটার দিক থেকে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (১২০); বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ।

রুকূ' – ছয়

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং কাফিরগণ বললো, 'যখন আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হয়ে যাবো তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে (১২১)?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চয় এ কথার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আমাদেরকে ও আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে আমাদের পূর্বে। এ'তো নয় কিন্তু পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী (১২২)।'

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনি বলুন, 'পৃথিবী পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখো কেমন হয়েছে পরিণতি অপরাধীদের (১২৩)!'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং আপনি তাদের সম্পর্কে দুঃখ করবেন না (১২৪) এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হবেন না (১২৫)।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং বলে, 'কবে আসবে এ প্রতিশ্রুতি (১২৬) যদি তোমরা সত্যবাদী হও!'

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আপনি বলুন, 'এ কথা নিকটবর্তী যে, তোমাদের পেছনেই এসে পড়েছে সে সব বস্তুর কিছুটা যে বিষয়ে তোমরা ত্বরান্বিত করছো (১২৭)।'

وَاِنَّ رَبَّكَ

৭৩. এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

অর্থাৎঃ "আল্লাহর জন্য শোভা পায়না যে, তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান প্রদান করবেন; হাঁ আল্লাহ্ মনোনীত করেন আপন রসূলগণের মধ্য থেকে যাকে চান।"

আরো বহু সংখ্যক আয়াতের মধ্যে আপন প্রিয় রসূলগণকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর খোদ্ এ পারায় এর পরবর্তী রুকূ'তে এরশাদ হয়েছে–

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۔

অর্থাৎঃ "যত অদৃশ্য বিষয় রয়েছে আসমান ও যমীনের মধ্যে, সবই একটা বর্ণনাকারী কিতাবে রয়েছে।"

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুশরিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো।

টীকা-১১৯. এবং তাদের ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, যারা সেটার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে?

টীকা-১২০. তারা এখনো পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার বিষয়কে বিশ্বাস করেনা।

টীকা-১২১. আপন আপন কবর থেকে জীবিতাবস্থায়?

টীকা-১২২. অর্থাৎ (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) মিথ্যা কথামালা।

টীকা-১২৩. যে, তারা অস্বীকার করার কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-১২৪. তাদের বিমুখ থাকা, অস্বীকার করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে

টীকা-১২৫. কেননা, আল্লাহ্ আপনার রক্ষক ও সাহায্যকারী।

টীকা-১২৬. অর্থাৎ এ শাস্তির প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ করা হবে?

টীকা-১২৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি। সুতরাং ঐ শাস্তি বদর যুদ্ধের দিনে তাদের উপর এসেই গেছে। আর অবশিষ্ট শাস্তি তারা মৃত্যুর পর ভোগ করবে

টীকা-১২৮. এ জন্য শাস্তি প্রদানকে বিলম্বিত করেন,

টীকা-১২৯. এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা ও স্বীয় অজ্ঞতার কারণে শাস্তির বিষয়কে ত্বরান্বিত করে।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং তাঁর বিরোধিতায় বিভিন্ন চক্রান্ত করা- সব কিছুই আল্লাহর জানা আছে। তিনি সেটার শাস্তি দেবেন।

টীকা-১৩১. অর্থাৎ 'লওহ-ই-মাহফূয' (সংরক্ষিত ফলক)-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যাঁদের পক্ষে, আল্লাহর অনুগ্রহ ক্রমে, সেগুলো দেখা সম্ভব তাঁদের সম্মুখে সেগুলো সুস্পষ্ট।

لَذُوْفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

অনুগ্রহশীল- মানুষের প্রতি (১২৮), কিন্তু অধিকাংশ লোক সত্যকে স্বীকার করে না (১২৯)।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٤

৭৪. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন যা তাদের বক্ষসমূহে (অন্তরগুলো) গোপন রয়েছে এবং যা তারা প্রকাশ করে (১৩০)।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٥

৭৫. এবং যত অদৃশ্য বিষয় রয়েছে আস্‌মানসমূহ ও যমীনের- সবই এক বর্ণনাকারী কিতাবের মধ্যে রয়েছে (১৩১)।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٧٦

৭৬. নিশ্চয় এ ক্বোরআন উল্লেখ করছে বনী-ইস্রাঈলের নিকট ঐ সব কথার অধিকাংশই, যেগুলো সম্বন্ধে তারা মতভেদ করে (১৩২)।

وَإِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٧

৭৭. এবং নিশ্চয় সেটা হিদায়ত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٧٨

৭৮. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদেরই পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দেন স্বীয় নির্দেশ দ্বারা এবং তিনিই হন প্রকৃত সম্মানের অধিকারী, জ্ঞানী।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ۝٧٩

৭৯. সুতরাং আপনি আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٨٠

৮০. নিশ্চয় আপনার শুনানো (কথা) শুনতে পায় না মৃতরা (১৩৩) এবং না আপনার শুনানো (আহ্বান) বধির শুনতে পায় যখন ফিরে যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (১৩৪)।

وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝٨١

৮১. এবং অন্ধ লোকদেরকে (১৩৫) ভ্রান্তি থেকে আপনি সঠিকভাবে আনয়নকারী নন। আপনার শুনানো কথা তো তারাই শ্রবণ করে যারা আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে (১৩৬); আর তারা হচ্ছে মুসলমান।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

৮২. এবং যখন বাণী তাদের উপর এসে

টীকা-১৩২. ধর্মীয় বিষয়াদিতে কিতাবী সম্প্রদায় পরস্পর মতভেদ করেছে। তাদের বহু দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত ও সমালোচনা করতে থাকে। অতঃপর ক্বোরআন করীম তা বর্ণনা করেছে। তাও এমন ভাবে বর্ণনা করেছে যে, তারা যদি ন্যায় বিচার করে এবং তা গ্রহণ করে নেয় ও ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে এ পারস্পরিক বিরোধ আর থাকবে না।

টীকা-১৩৩. মৃতগণ দ্বারা এখানে কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে; যাদের অন্তরঃসমূহ মৃত। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যে পক্ষান্তরে, মু'মিনদের কথা উল্লেখ করেছেন-

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا

(অর্থাৎঃ আপনার শুনানো বাণী শুনে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে আমার আয়াতসমূহের উপর।)

যে সব লোক এ আয়াত থেকে 'মৃতরা শুনেনা' মর্মে প্রমাণ দাঁড় করাতে চায়, তাদের এ প্রমাণ দাঁড় করানো ভুল। যেহেতু, এখানে 'মৃত' কাফিরদেরকেই বলা হয়েছে। তাছাড়া, তাদের থেকেও সাধারণভাবে প্রত্যেক কথা শুনার অস্বীকৃতি বুঝানো হয়নি, বরং 'গ্রহণের শুনা'র মতো শুনাকেই অস্বীকার করা হয়েছে। আর উদ্দেশ্য এ যে, কাফিরদের অন্তর মৃত। কারণ, তারা উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং এ আয়াতের এ অর্থ করা যে, 'মৃতরা শুনেনা', নিছক ভুল। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা মৃতদের শ্রবণ করার বিষয় প্রমাণিত হয়।

টীকা-১৩৪. অর্থ এ যে, কাফিরগণ চরমভাবে বিমুখ থাকা ও পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কারণে মৃত ও বধিরদের মতোই হয়ে গেছে। ফলে, তাদেরকে ডাকা ও সত্যের প্রতি আহ্বান করা কোনরূপ উপকারী হয়না।

টীকা-১৩৫. যাদের অন্তর্দৃষ্টি নিঃশেষ হতে থাকে এবং অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে

টীকা-১৩৬. যাদের নিকট বুঝশক্তিসম্পন্ন অন্তর রয়েছে এবং দ্বারা আল্লাহর জ্ঞানে, ঈমানের সৌভাগ্যের অংশীদার হবার রয়েছে। (বায়দাভী, কবীর, আবুস সাউদ ও মাদারিক)

টীকা-১৩৭. অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হবে এবং শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে, আর প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে; এভাবে যে, লোকেরা সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কর্মে বাধা দান বর্জন করবে এবং তাদের সংশোধনের কোন আশা অবশিষ্ট থাকবে না; অর্থাৎ ক্বিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে যাবে আর সেটার চিহ্নসমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তখন তাওবা কোন উপকারে আসবে না।

টীকা-১৩৮. ঐ চতুষ্পদ জন্তুকে دَآبَّةُ الْاَرْضِ (দা-ব্বাতুল আর্‌দ) বলা হয়। সেটা অদ্ভুত আকৃতির জন্তু হবে। তা 'সাফা' পর্বত থেকে বের হয়ে সমস্ত শহরে অতি দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়াবে। সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলবে। প্রত্যেক লোকের কপালে একটা করে চিহ্ন অংকন করবে। ঈমানদারদের কপালে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের লাঠি দ্বারা নূরানী রেখা টানবে আর কাফিরদের কপালে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের আংটি দ্বারা কাল মোহর লাগাবে।

اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

পড়বে (১৩৭), আমি তখন মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে তাদের জন্য এক জীব বের করবো (১৩৮), যা মানুষের সাথে কথা বলবে (১৩৯); এ জন্য যে, লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনতো না (১৪০)।

রুকূ' - সাত

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং যে দিন আমি একত্রিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটা দলকে, যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (১৪১); অতঃপর তাদের অগ্রগামীদেরকে বাধা দেয়া হবে, যাতে পেছনের লোকেরা তাদের সাথে এসে মিলিত হয়;

حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. শেষ পর্যন্ত যখন সবাই সমবেত হয়ে যাবে (১৪২) তখন বলবেন, 'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছো, অথচ তোমাদের জ্ঞান সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছেনি (১৪৩), অথবা তোমরা কি কাজ করতে (১৪৪)?'

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং (শাস্তির) বাণী এসে পড়েছে তাদের উপর (১৪৫) তাদের যুলুমের কারণে। সুতরাং এখন তারা আর কিছুই বলে না (১৪৬)।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তারা কি দেখেনি যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিন সৃষ্টি করেছি প্রদর্শনকারীরূপে; নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে ঐসব লোকের জন্য যারা ঈমান রাখে (১৪৭)।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ

৮৭. এবং যে দিন ফুৎকার করা হবে শিঙ্গায় (১৪৮), তখন ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে যতকিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যতকিছু যমীনের মধ্যে রয়েছে (১৪৯), কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা

টীকা-১৩৯. স্পষ্ট ভাষায়; আর বলবে, "এটা মু'মিন, এটা কাফির।"

টীকা-১৪০. অর্থাৎ কোরআন পাকের উপর ঈমান আনতো না। যেটার মধ্যে পুনরুত্থিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া, শাস্তির ও 'দাব্বাতুল আর্‌দ' বের হবার বিবরণ রয়েছে। এর পরবর্তী আয়াতে ক্বিয়ামতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

টীকা-১৪১. যা আমি আমার নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। 'ফৌজ' (দল) দ্বারা 'ব্যাপক দল' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৪২. ক্বিয়ামত-দিবসে হিসাব-নিকাশের স্থানে

টীকা-১৪৩. এবং তোমরা সে গুলোর পরিচিতি অর্জন করোনি। কোনরূপ চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই ঐসব নিদর্শনকে অস্বীকার করেছো,

টীকা-১৪৪. যখন তোমরা ঐসব নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করোনি। তোমাদেরকে তো অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি!

টীকা-১৪৫. শাস্তি অবধারিত হয়েছে।

টীকা-১৪৬. যেহেতু, তাদের জন্য আর কোনপ্রমাণ এবং কোন কথাবার্তা অবশিষ্ট থাকেনি। এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, শাস্তি তাদেরকে এভাবে ছাইয়ে ফেলবে যে, তারা মুখে কিছুই বলতে পারবে না।

টীকা-১৪৭. এবং আয়াতের মধ্যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে যে, যিনি দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা, রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা পরিবর্তিত করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করে পুনরুত্থিত করতেও সক্ষম।

অনুরূপভাবে, দিন ও রাতের পরিবর্তন থেকে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, এর মধ্যে তাদের পার্থিব জীবনের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সুতরাং এটাও অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি; বরং এ জীবনের কর্মসমূহের উপর শাস্তি ও পুরস্কার বর্তানো ন্যায় বিচারের দাবীই। আর দুনিয়া যখন কর্মস্থল, তখন এ কথাই অপরিহার্য যে, একটা পরকালও থাকবে। সেখানকার জীবনে এখানকার কর্মসমূহের প্রতিদান পাওয়া যাবে।

টীকা-১৪৮. আর সেটার ফুৎকারকারী হবেন হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-১৪৯. এমন ভীত হওয়া, যা মৃত্যুর কারণ হবে।

টীকা-১৫০. এবং যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি দান করবেন। হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, "তারা শহীদগণই, যাঁরা নিজেদের তরবারিসমূহ গলায় ঝুলিয়ে আরশের চতুর্পাশে হাযির হবেন।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "তাঁরা হলেন শহীদগণ, এ কারণে যে, তাঁরা আ'পন প্রতিপালকের নিকট জীবিত; ক্বিয়ামতের ভয়-ভীতি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।"

এক অভিমত এ-ও রয়েছে যে, 'প্রথম ফুৎকার'-এর পর হযরত জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আয্‌রা'ঈলই অবশিষ্ট থাকবেন।

টীকা-১৫১. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবং বিচার-স্থলে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনীতভাবে উপস্থিত হবে। 'অতীত কাল' বাচক ক্রিয়া দ্বারা এরশাদ করে তা সংঘটিত হবার নিশ্চয়তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৫২. অর্থ এ যে, ফুৎকারের সময় পর্বতমালা আপন স্থানে অটল ও স্থির রয়েছে বলে মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সেগুলো মেঘপুঞ্জের ন্যায় দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে; যেমনি মেঘমালা ইত্যাদি বৃহৎকায় বস্তু চলার সময় গতিশীল মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত ঐ সব পর্বত পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর পতিত হয়ে মাটির সাথে সমতল হয়ে যাবে। তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।

করেন (১৫০); এবং সবাই তাঁর সম্মুখে হাযির হবে বিনীত অবস্থায় (১৫১)।

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. এবং তুমি দেখবে পর্বতমালাকে, মনে করবে যে, সেগুলো অটল হয়ে আছে এবং সেগুলো চলতে থাকবে মেঘের চলার ন্যায় (১৫২)। এটা কাজ আল্লাহ্‌রই যিনি নৈপূণ্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক বস্তুকে। নিশ্চয় তিনি খবর রাখেন তোমাদের কর্মসমূহের।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৯. যে ব্যক্তি সৎকর্ম নিয়ে আসবে (১৫৩) তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম প্রতিদান থাকবে (১৫৪); এবং তাদের জন্য ঐ দিনের ভয় থেকে নিরাপত্তা থাকবে (১৫৫)।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৯০. এবং যারা অসৎকর্ম নিয়ে আসবে (১৫৬), তবে তাদেরকে অধোমুখ করে নিক্ষেপ করা হবে আগুনে (১৫৭)। 'তোমরা কি প্রতিফল পাবে? কিন্তু ঐ কাজের জন্য যা তোমরা করছিলে (১৫৮)।'

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

৯১. আমাকে তো এ-ই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি ইবাদত করি এ শহরের প্রতিপালকের (১৫৯), যিনি সেটাকে সম্মানিত করেছেন (১৬০) এবং সবকিছু তাঁরই। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত হই।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

৯২. এবং এরই, যেন ক্বোরআন পাঠ করি (১৬১)। সুতরাং যে সঠিক পথ পেয়েছে সে নিজের মঙ্গলের জন্য সৎপথ পেয়েছে (১৬২)। আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে (১৬৩), তবে আপনি বলে দিন, 'আমি তো এ-ই সতর্ককারী হই (১৬৪)।'

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾

টীকা-১৫৩. 'সৎকর্ম' দ্বারা 'কলেমা-ই-তাওহীদ'-এর সাক্ষ্য দান বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম' (বুঝানো হয়েছে)। কারো কারো মতে, 'প্রত্যেক ইবাদত' বুঝানো হয়েছে; যা শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য করা হয়।

টীকা-১৫৪. জান্নাত ও সাওয়াব;

টীকা-১৫৫. যা শাস্তির ভয় থেকেই সৃষ্টি হবে। প্রথম আতঙ্ক যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, তা এটা ব্যতীতই।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ শির্ক,

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ তাদেরকে অধোমুখ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবেন–

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ শির্ক ও পাপাচার-সমূহ। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূলকে বলবেন, "আপনি বলে দিন,

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌র, এবং আপন ইবাদত যেন সেটারই প্রতিপালকের জন্য খাস্ করি। মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌র কথা বিশেষভাবে এ জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মস্থান ও ওহীর অবতরণস্থল।

টীকা-১৬০. যে, সেখানে না কোন মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা যাবে, না কোন শিকারের পশু হত্যা করা হবে, না সেখানকার ঘাস কর্তন করা যাবে।

টীকা-১৬১. আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করার জন্য।

টীকা-১৬২. সেটার উপকার ও সাওয়াব সে-ই পাবে।

টীকা-১৬৩. এবং আল্লাহ্‌র রসূলের আনুগত্য করে না ও ঈমান আনেনা,

টীকা-১৬৪. আমার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দেয়াই ছিলো। তা আমি পালন করেছি। (এ আয়াতটা 'জিহাদের বিধান সম্বলিত আয়াত' দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৬৫. এসব নিদর্শন দ্বারা 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা' ইত্যাদি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে এবং ঐসব শাস্তি, যেগুলো পৃথিবীতে এসেছে। যেমন– বদরের যুদ্ধে কাফিরদের নিহত হওয়া, গ্রেফতার হওয়া, ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে আঘাত করা। ★

****

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৩. এবং বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য; অনতিবিলম্বে তিনি আপনাকে আপন নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা সে গুলোকে চিনতে পারবে (১৬৫)। এবং হে মাহবূব, আপনার প্রতিপালক অনবহিত নন, হে লোকেরা! তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে। ★

সূরা ক্বাসাস্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বাসাস্ মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৮৮ রুকূ'-৯

রুকূ' – এক

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۴﴾

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۵﴾

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿۶﴾

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى

১. তোয়া-সীন্-মীম।

২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের (২)।

৩. আমি আপনার উপর পাঠ করি মূসা ও ফির্আউনের সত্য সংবাদ ঐ সমস্ত লোকের জন্য, যারা ঈমান রাখে।

৪. নিশ্চয় ফির্আউন পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ করেছে (৩) এবং তার লোকজনকে তার অনুসারী করেছে; তাদের মধ্যে একটা দলকে (৪) দুর্বল দেখতো, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো (৫)। নিশ্চয় সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ছিলো।

৫. আর আমি চাচ্ছিলাম ঐ দুর্বলদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে (৬) আর তাদেরকেই দেশ ও ধন-সম্পদের অধিকারী করতে (৭);

৬. আর তাদেরকে (৮) ভূ-পৃষ্ঠে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফির্আউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনীকে তাই দেখিয়ে দিতে, যার তাদের মনে এদের দিক থেকে আশংকা ছিলো (৯)।

৭. এবং আমি মূসার মাকে গোপন-প্রেরণা

টীকা-১. 'সূরা ক্বাসাস্' মক্কী, চারটি আয়াত ব্যতীত; যেগুলো আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ থেকে আরম্ভ হয়ে لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -তে শেষ হয়। আর এ সূরায় একটি আয়াত اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ এমনই যে, তা মক্কা মুকার্রামাহ্ ও মদীনা তৈয়্যবাহ্র মাঝামাঝিতে নাযিল হয়েছে।

এ সূরায় নয়টি রুকূ', আট্টাশিটি আয়াত, চারশ একচল্লিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার আটশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. যা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দেয়।

টীকা-৩. অর্থাৎ মিশর-ভূমিতে তার প্রতাপ ছিলো। সে যুলুম ও অহংকারের মধ্যে চরম সীমায় পৌঁছেছিলো। এমনকি সে যে নিজে একজন বান্দা সে কথাও ভুলে বসেছিলো

টীকা-৪. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে,

টীকা-৫. অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে সেবার জন্য জীবিত রাখতো। আর পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ এ ছিলো যে, গণকগণ তাকে বলে দিয়েছিলো, "বনী ইস্রাঈলে এমন একটা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার রাজ্যের পতনের কারণ হবে।" এ কারণে সে এমন করতো।

বস্তুতঃ এটা তার চরম বোকামী ছিলো। কেননা, সে যদি নিজের ধারণায় গণকদেরকে সত্য মনে করতো, তবে এমন সব বাজে কাজের কি-ই বা গুরুত্ব ছিলো? আর হত্যা করারই বা কি অর্থ ছিলো?

টীকা-৬. যাতে তারা লোকজনকে সৎকাজের প্রতি পথ দেখায়; আর লোকেরাও যেন সৎকর্মে তাদেরকে অনুসরণ করে।

টীকা-৭. অর্থাৎ ফির্আউন ও তার সম্প্রদায়ের জায়গাজমি ও অন্যান্য ধন-সম্পদ বনী ইস্রাঈলের ঐসব দুর্বল লোকদেরকে প্রদান করতে।

টীকা-৮. মিশর ও সিরিয়ার

টীকা-৯. যে, বনী ইস্রাঈলের একটি সন্তানের হাতে তাদের রাজ্যের পতন এবং তাদের ধ্বংস সাধিত হবে।

★ 'সূরা নাম্ল' সমাপ্ত।

টীকা-১০. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মায়ের নাম 'ইউহান্নায্' ছিলো। তিনি লা-ভী ইবনে য়া'কূবের বংশের ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বপ্ন কিংবা ফিরিশ্‌তা দ্বারা অথবা তাঁর অন্তরে গোপন প্রেরণা দিয়েছিলেন–

টীকা-১১. সুতরাং তিনি তাঁকে কয়েকদিন যাবৎ দুধ পান করাতে থাকেন। এ সময়টুকুতে তিনি না ক্রন্দন করতেন, না তাঁর কোলে কোন নড়াচড়া করতেন; আর না তাঁর সহোদরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর জন্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলো।

টীকা-১২. যে, প্রতিবেশীগণ অবগত হয়ে গেছে, তারা গোয়েন্দাগিরী ও চুগলখুরী করবে এবং ফিরআউন এ ভাগ্যবান সন্তানকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হয়ে যাবে।

টীকা-১৩. অর্থাৎ মিশরের নীলনদে কোনরূপ ভয়-শংকা ছাড়াই নিক্ষেপ করো এবং তাঁর নিমজ্জিত হওয়া ও মারা যাবার ভয় করোনা।

দিয়েছি (১০) যে, 'তাকে দুধ পান করাও (১১)। অতঃপর যখন তার সম্পর্কে তোমার আশংকা হয় (১২), তবে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো আর ভয় করোনা (১৩) এবং না দুঃখ করো (১৪)। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূল করবো (১৫)।'

اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾

৮. অতঃপর তাকে উঠিয়ে নিলো ফিরআউনের পরিবারের লোকজন (১৬), যেন সে তাদের শত্রু ও তাদের দুঃখের কারণ হয় (১৭)। নিশ্চয় ফিরআউন ও হামান (১৮) এবং তাদের সৈন্যদল অপরাধী ছিলো (১৯)।

فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٨﴾

৯. এবং ফির'আউনের স্ত্রী বললো (২০), 'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নের শান্তি, তাকে হত্যা করোনা; হয়ত এটা আমাদের উপকারে আসবে, অথবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেবো (২১)।' এবং তারা বুঝতে পারেনি (২২)।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾

১০. এবং সকালে মূসার মায়ের হৃদয় ধৈর্যহীন হয়ে পড়লো (২৩)। অবশ্যই এর উপক্রম হয়েছিলো যে, সে তার অবস্থা প্রকাশ করে দেবে (২৪) যদি আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে আমার প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাশীল থাকে (২৫)।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾

১১. এবং তার মা তার বোনকে বললো (২৬), 'এবং তার পেছনে পেছনে চলে যা!' অতঃপর সে তাকে দূর থেকে দেখছিলো এবং ওদের

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ؗ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ

টীকা-১৪. তাঁর বিচ্ছেদের।

টীকা-১৫. অতঃপর তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে তিন মাস যাবৎ দুধ পান করালেন। আর যখন তিনি ফিরআউনের দিক থেকে আশংকা বোধ করলেন তখন একটা সিন্দুকে রেখে, যা শুধু এতদুদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিলো, রাতের বেলায় নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন।

টীকা-১৬. ঐ রাতের ভোরে; এবং ঐ সিন্দুকটা ফিরআউনের সম্মুখে রাখলো। অতঃপর তা খোলা হলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বের হয়ে আসলেন, এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন আপন আঙ্গুল থেকে দুধ চুষে চুষে পান করেছিলেন।

টীকা-১৭. শেষ পর্যন্ত

টীকা-১৮. যে তার উযীর ছিলো,

টীকা-১৯. অর্থাৎ অবাধ্য। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন শাস্তি দিলেন যে, তার ধ্বংসকারী শত্রুর লালন পালন তার দ্বারাই করিয়েছেন।

টীকা-২০. যখন ফিরআউন আপন সম্প্রদায়ের লোকদের উস্কানীর কারণে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের হত্যার ইচ্ছা করলো,

টীকা-২১. কেননা, সে সেটারই উপযোগী। ফিরআউনের স্ত্রী 'আসিয়া' অত্যন্ত সতী নারী ছিলেন। নবীগণের বংশধর ছিলেন। গরীব মিস্‌কীনের প্রতি দয়াপরবশ ও দানশীল ছিলেন। তিনি ফিরআউনকে বললেন, "এ সন্তানটা এক বৎসরেরও অধিক বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। বস্তুতঃ তুমি তো এ বৎসরের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণকারী শিশুদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছো। তদুপরি, এ কথাও জানা নেই যে, এ শিশুটা সমুদ্রে কোন্ ভূ-খণ্ড থেকে ভেসে এসেছে। যে সন্তানের প্রতি তোমার আশংকা রয়েছে সে তো এ দেশেরই বনী ইস্রাঈলের সন্তান বলে পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে।" আসিয়ার এ কথা ঐসব লোক মেনে নিলো।

টীকা-২২. তাঁর দ্বারা যে পরিণাম হবার ছিলো।

টীকা-২৩. যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর সন্তান ফিরআউনের হাতে পৌঁছে গেছে

টীকা-২৪. এবং মাতৃ-প্রেমের উদ্যমে– وَا اِبْنَاهُ وَا اِبْنَاهُ (হায় পুত্র! হায় পুত্র!) ডেকে উঠলেন।

টীকা-২৫. যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছি– "তোমার এ সন্তানকে তোমারই নিকট ফিরিয়ে আনবো।"

টীকা-২৬. যাঁর নাম মরিয়ম ছিলো। অবস্থা জানার জন্য,

টীকা-২৭. যে, এ মহিলা এ শিশুর বোন এবং তার দেখাশুনা করছে।

টীকা-২৮. সুতরাং যত সংখ্যক ধাত্রী হাযির করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে কারো স্তন্য তিনি মুখে নেননি। এ'তে ঐসব লোক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। আর ভাবতে লাগলো– কোত্থেকে এমন ধাত্রী পাওয়া যাবে, যার দুধ তিনি পান করবেন! ধাত্রীদের সাথে তাঁর সহোদরাও এ অবস্থা দেখার জন্য চলে গেলেন। এখন তিনি সুযোগ পেলেন।

টীকা-২৯. সুতরাং তিনি তাদের আগ্রহক্রমে তাঁর মা'কে ডেকে নিয়ে গেলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের কোলে ছিলো এবং দুধ পান করার জন্য কাঁদছিলেন। ফিরআউন তাঁকে স্নেহভরে শান্তনা দিচ্ছিলো। যখন তাঁর মাতা আসলেন, আর তিনি তাঁর খুশবু পেলেন, তখন তিনি শান্ত হলেন এবং তিনি তাঁর দুধ মুখে নিয়ে পান করতে আরম্ভ করলেন।

ফিরআউন বললো, "তুমি এ শিশুর কে? তুমি ব্যতীত সে অন্য কারো স্তন্য মুখেও লাগালোনা!" তিনি বললেন, "আমি একজন নারী। পাক-পরিচ্ছন্ন থাকি। আমার স্তনের দুধ সুস্বাদু। আমার শরীর সুবাসিত। এ কারণে যে শিশুর স্বভাবের মধ্যে পবিত্রতা থাকে সে অন্য কোন নারীর স্তনের দুধ পান করেনা। আমার দুধই পান করে।" ফিরআউন শিশুটা তাঁকেই দিয়ে দিলো। আর স্তন্য পান করানোর জন্য তাঁকেই নিয়োগ করে শিশু-সন্তানটাকে তাঁর গৃহে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলো। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজ গৃহেই নিয়ে আসলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো। তখনই তাদের মনে পূর্ণ শান্তি আসলো যে, এ সৌভাগ্যবান সন্তান অবশ্যই নবী হবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করছেন–

لَا يَشْعُرُوْنَ ⑪

জানা ছিলো না (২৭)।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ⑫

১২. এবং আমি পূর্ব থেকেই সমস্ত ধাত্রীকে তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম (২৮)। সুতরাং সে বললো, 'আমি তোমাদেরকে কি এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের এ শিশুকে লালন-পালন করবে এবং তারা তার মঙ্গলকামী (২৯)?'

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑬

১৩. অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে মায়ের চক্ষু জুড়ায় এবং দুঃখ না করে আর জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (৩০)।

চতুর্দশ

রুকূ' – দুই

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ⑭

১৪. এবং যখন আপন যৌবনে উপনীত হলো এবং পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হলো (৩১) তখন আমি তাকে হুকুম ও জ্ঞানদান করলাম (৩২) এবং আমি অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করি সৎ-কর্মপরায়ণদেরকে।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ

১৫. এবং সে-ই শহরে প্রবেশ করলো (৩৩) যখন শহরবাসীগণ দ্বি-প্রহরের নিদ্রা'র মধ্যে অসতর্ক ছিলো (৩৪)। তখন সেখানে দু'টি

টীকা-৩০. এবং সন্দেহের মধ্যে থেকে যায়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন মায়েরই নিকট দুধ পানের বয়স পর্যন্ত থাকলেন। এ সময়টুকুতে ফিরআউন তাঁকে প্রত্যহ একটা 'আশ্‌রফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিতে থাকে।

স্তন্যপান বন্ধ করার পর তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ফিরআউনের নিকট নিয়ে আসলেন এবং তিনি সেখানেই লালিত-পালিত হচ্ছিলেন।

টীকা-৩১. বয়স শরীফ ত্রিশ বছর অপেক্ষা বেশী হয়ে গেলো,

টীকা-৩২. অর্থাৎ ধর্ম ও পার্থিব বিষয়াদির উপযোগী জ্ঞান।

টীকা-৩৩. ঐ শহর হয়ত 'মানাফ' ছিলো যা মিশর সীমান্তে অবস্থিত; মূলতঃ এ শব্দটা হচ্ছে 'مانه' (মাফাহ্)। কিবতী ভাষায় এ (مانه) শব্দের অর্থ হলো 'ত্রিশ'। এটাই প্রথম শহর, যা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের তুফানের পর আবাদ হয়েছে। এ ভূ-খণ্ডে 'মিসর' ইবনে হাম বসবাস করতেন। এখানে অবস্থানকারীদের সংখ্যা ছিলো তখন 'ত্রিশ'। এ কারণে সেটার নাম 'مانه' (বা ত্রিশ) হলো। অতঃপর এ শব্দটার আরবী 'مَنَف' হলো। অথবা ঐ শহর 'حابين' (হাবীন) ছিলো, যা মিশর থেকে দু' ফরসঙ্গ (৬ মাইল) দূরে অবস্থিত ছিলো।

অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, এ শহরটি ছিলো 'আইন-ই-শাম্‌স্' (عين شمس)। (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-৩৪. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম গোপনে প্রবেশ করার কারণ এ ছিলো যে, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি সত্যের প্রচার এবং ফিরআউন ও ফিরআউনীদের পথভ্রষ্টতার খণ্ডন করতে আরম্ভ করলেন। বনী ইস্রাঈলের লোকেরা তাঁর কথাশুনতো ও তাঁর অনুসরণ করতো। তিনি ফিরআউনীদের অনুসৃত ধর্মের বিরোধিতা করতেন। ক্রমশঃ সেটার চর্চা হলো। আর ফিরআউনী'রাও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলো। এ কারণে তিনি যে বস্তিতেই প্রবেশ করতেন, এমন সময়েই প্রবেশ করতেন, যখন সেখানকার লোকেরা অনবহিত থাকতো।

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, সেটা ছিলো 'ঈদের দিন'। লোকেরা সেদিন নিজেদের খেলাধূলায় মশগুল ছিলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৫. বনী ইস্রাঈলের মধ্য থেকে

টীকা-৩৬. অর্থাৎ কিবৃতী, ফিরআউনের সম্প্রদায় থেকে। এ লোকটা বনী ইস্রাঈলের লোকটার প্রতি জবরদস্তী করছিলো যেন তার উপর লাকড়ির বোঝা উঠিয়ে ফিরআউনের রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের

টীকা-৩৮. প্রথমে তিনি ক্বিবতীকে বললেন, "ইস্রাঈলীর উপর যুলুম করোনা, তাকে ছেড়ে দাও।" কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং দুর্ব্যবহার করতে লাগলো। অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাকে এ যুলুম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য ঘুষি মারলেন।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ সে মারা গেলো। আর তিনি তাকে বালির মধ্যে দাফন করে ফেললেন। এতে তাঁর ইচ্ছা হত্যা করার ছিলো না।

টীকা-৪০. অর্থাৎ ইস্রাঈলীর উপর ঐ ক্বিবতীর যুলুম করা, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়েছিলো। (খাযিন)

লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেলো– একজন মূসার সম্প্রদায়ের ছিলো (৩৫) আর অপরজন তাঁর শত্রুদলের ছিলো (৩৬)। তখন ঐ লোকটা, যে তাঁর দলেরই ছিলো (৩৭) সে মূসার নিকট সাহায্য চাইলো তারই বিরুদ্ধে, যে তাঁর শত্রুদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো; অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারলো (৩৮) সুতরাং সে মরে গেলো (৩৯); বললো, 'এ কাজটা শয়তানের নিকট থেকে হয়েছে (৪০), নিশ্চয় সে শত্রু, প্রকাশ্য পথভ্রষ্টকারী।'

১৬. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আপন প্রাণের উপর অতিরিক্ততা করেছি (৪১)। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' সুতরাং প্রতিপালক তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৭. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! যেমন তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, সুতরাং এখন আমি (৪২) অবশ্যই অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।'

১৮. অতঃপর তার ভোর হলো ঐ শহরে ভীত অবস্থায় এ অপেক্ষায় যে, কি ঘটছে (৪৩)! যখনই দেখলো যে, ঐ ব্যক্তি যে গতকাল তাঁর নিকট সাহায্য চেয়েছিলো সে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করছে (৪৪)। মূসা তাকে বললো, 'নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট (৪৫)!'

أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝١٥

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝١٦

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۝١٧

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝١٨

টীকা-৪১. এ উক্তিটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বিনয় সূত্রেই ছিলো। কেননা, কোন অপরাধ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। বস্তুতঃ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) নিষ্পাপ হন। তাঁদের দ্বারা গুনাহ্ সম্পাদিত হয়না। ক্বিতবীকে প্রহার করা তার যুলুমকে প্রতিহত করা ও মযলুমকে সাহায্য করাই ছিলো। এটা কোন ধর্মেই পাপ নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ত্রুটিকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা আল্লাহর এসব নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরই রীতি।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এতে বিলম্ব করা অধিকতর উত্তম ছিলো (تاخير اولى)। এ কারণে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এ 'অধিকতর উত্তম' কাজকেই বর্জন করাকে 'অতিরিক্ততা' বলে আখ্যায়িত করলেন এবং এ জন্য আল্লাহ্ ত'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৪২. এ অনুগ্রহও করো যে, আমাকে ফিরআউনের সঙ্গ এবং তার এখানে অবস্থান করা থেকেও রক্ষা করো! যেহেতু সে দলের মধ্যে গণ্য হওয়া– এটাও এক প্রকার সাহায্যকারী হওয়ার শামিল।

টীকা-৪৩. যে, আল্লাহ্ই জানেন ঐ ক্বিবতীকে হত্যা করার কি ফলাফল হয় এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি করে!

টীকা-৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, "ফিরআউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা ফিরআউনকে অবহিত করলো যে, বনী ইস্রাঈলের কোন এক ব্যক্তি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।' এর জবাবে ফিরআউন বললো, "হত্যাকারী ও সাক্ষীদের তালাশ করো।" ফিরআউনীরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। কিন্তু তারা কোন প্রমাণ পেলোনা। দ্বিতীয় দিন যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সম্মুখে এমন এক ঘটনা ঘটে গেলো যে, বনী ইস্রাঈলের ঐ ব্যক্তি, যে একদিন পূর্বে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলো, আজও একজন ফিরআউনীর সাথে ঝগড়া করছে এবং সে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে দেখে তাঁর নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করতে লাগলো। তখন হযরত

টীকা-৪৫. অর্থ এ ছিলো যে, 'প্রত্যহ লোকজনের সাথে ঝগড়া করছো, তুমি নিজেকেও বিপদে এবং দুঃখে ফেলছো আর তোমার সাহায্যকারীরাও এমতাবস্থায় বাঁচতে পারছেনা; কেন সতর্ক হচ্ছো না?' অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মনে দয়া হলো এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, তাকে (ইস্রাঈলীকে) ফিরআউনী লোকটার অত্যাচারের কবল থেকে উদ্ধার করে আনবেন।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ ফিরআউনীর জন্য। অতঃপর ইস্রাঈলী ভুলবশতঃ একথা বুঝে নিলো, "হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তো আমার প্রতি নারায। তাই তিনি আমাকেই ধরতে চাচ্ছেন।" এটা মনে করে

টীকা-৪৭. ফিরআউনী একথা শুনলো ও গিয়ে ফিরআউনকে অবহিত করলো যে, গতকালের ফিরআউনী নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী হলেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম। ফিরআউন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হত্যা করার নির্দেশ দিলো। আর তার লোকেরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে খোঁজ করতে লাগলো।

টীকা-৪৮. যাকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের মু'মিন বলা হয়। এ সংবাদ শুনে নিকটবর্তী পথে–

টীকা-৪৯. ফিরআউনের

টীকা-৫০. শহর থেকে

টীকা-৫১. এ কথা হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এবং মঙ্গলময় মনে করে বলছি।

টীকা-৫২. অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-৫৩. 'মাদ্‌য়ান' ঐ স্থান, যেখানে হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বসবাস করতেন। সেটাকে 'মাদ্‌য়ান ইবনে ইব্রাহীম' বলা হয়। মিশর থেকে এ স্থান পর্যন্ত আট দিনের দূরত্ব। এ শহরটা ফিরআউনের রাজ্য-সীমায় বাইরে ছিলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেটার রাস্তাও কখনো দেখেন নি। না তাঁর সাথে কোন সাওয়ারী ছিলো, না ছিলো কোন পাথেয়, না কোন সফরসঙ্গী। পথে গাছের পাতা, জমির শাক-সব্জি ব্যতীত খাদ্য হিসেবে কোন বস্তুই পাওয়া যায়নি।

টীকা-৫৪. সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করলেন, যিনি তাঁকে মাদ্‌য়ান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ কূপের নিকটে, যা থেকে সেখানকার লোকেরা পানি উঠাতো ও তাদের জানোয়ারগুলোকে পান করাতো। ঐ কূপটা শহরের এক প্রান্তে ছিলো।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ পুরুষদের থেকে পৃথক স্থানে

টীকা-৫৭. এ অপেক্ষায় যে, লোকেরা অবসর হবে এবং কূপ লোকশূন্য হবে। কেননা, কূপটাকে শক্তিশালী ও জোরদার লোকেরা ঘিরে রেখেছে। তাদের ভিড়ের মধ্যে নারীদের পক্ষে তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানো সম্ভবপর ছিলোনা।

১৯. অতঃপর যখন মূসা ইচ্ছা করলো যে, এর উপর পাকড়াও করবো তাকেই যে উভয়েরই শত্রু (৪৬), সে (ইস্রাঈলী) বললো, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকেই তেমনি হত্যা করতে চাও যেমন তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো এটাই চাও যে, পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হবে এবং শান্তি স্থাপন করতে চাচ্ছো না (৪৭)।'

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. এবং শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (৪৮) ছুটে আসলো; বললো, 'হে মূসা! নিশ্চয় রাজন্যবর্গ (৪৯) আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বাইরে চলে যান (৫০)! আমি আপনার মঙ্গলকামী (৫১)।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. সুতরাং ঐ শহর থেকে বের হয়ে পড়লো ভীত অবস্থায় এ অপেক্ষায় যে, এখন কি ঘটছে! আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অত্যাচারীদের থেকে রক্ষা করে নাও (৫২)!'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

রুকূ' - তিন

২২. এবং যখন মাদ্‌য়ান-অভিমুখে রওনা হলো (৫৩), তখন বললো, 'আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন (৫৪)।'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং যখন মাদ্‌য়ানের পানির নিকট আসলো (৫৫), সেখানে লোকদের একদলকে দেখলো যে, তারা নিজেদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাচ্ছে; এবং তাদের থেকে আলাদা ওপাশে (৫৬) দু'জন নারীকে দেখলো যে, তারা আপন জানোয়ারগুলোকে রুখে রাখছে (৫৭); মূসা বললেন, 'তোমাদের দু'জনের কি অবস্থা (৫৮)?' তারা বললো, 'আমরা পানি পান করাতে পারিনা যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত রাখাল পানি পান করিয়ে ফিরে না নিয়ে যায় (৫৯) এবং

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٚ

টীকা-৫৮. অর্থাৎ তোমাদের পশুগুলোকে কেন পানি পান করাচ্ছো না?

টীকা-৫৯. কেননা, না আমরা পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যেতে পারি, না পানি উঠাতে পারি। যখন এসব লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে ফিরে যায়, তখন কূপের মধ্যে যা পানি অবশিষ্ট থাকে তা-ই আমরা আমাদের পশুগুলোকে পান করিয়ে নিই।

টীকা-৬০. দুর্বল; তিনি নিজে কাজ করতে পারেন না। এ কারণে, পশুগুলোকে পানি পান করানোর প্রয়োজন আমাদেরই সম্মুখীন হয়েছে। যখন মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদের কথা শুনলেন, তখন তাঁর হৃদয় গলে গেলো এবং দয়াপরবশ হলেন। আর সেখানে অপর এক কূপ, যা সেটার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিলো এবং একটা খুব ভারী পাথর সেটার উপর ঢাকা পড়েছিলো, যা সরাতে অনেক লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিলো, তিনি একাকীই সেটাকে সরিয়ে ফেললেন।

টীকা-৬১. রোদ ও গরমের তীব্রতা ছিলো। তিনি কয়েকদিন থেকে অনাহারে ছিলেন। ক্ষুধার খুব প্রভাব ছিলো। এ কারণে, আরাম গ্রহণ করার জন্য একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে

টীকা-৬২. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম খাদ্যদ্রব্য দেখেছেন দীর্ঘ এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়সীমার মধ্যে এক গ্রাস পরিমাণ খাদ্যও আহার করেন নি; ফলে, তাঁর পেট মুবারক পবিত্র পৃষ্ঠদেশের সাথে লেগে গিয়েছিলো। এমতাবস্থায়, আপন প্রতিপালকের নিকট আহার্য প্রার্থনা করলেন। আর এতদ্‌সত্ত্বেও যে, আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি অতীব নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মর্যাদাবান ছিলেন, এমন বিনয়-নম্রতা সহকারে রুটীর একটা মাত্র টুকরার জন্য প্রার্থনা করলেন।

যখন ঐ দু'জন সাহেবজাদী সেদিন খুব শীঘ্রই আপন বাড়ীতে ফিরে গেলো, তখন তাদের সম্মানিত পিতা বললেন, "আজ এমনই শীঘ্র ফিরে আসার কারণ কি?" তারা আরয করলো, "আমরা আজ একজন সৎ পুরুষ পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন।" এ কথা শুনে তাদের পিতা মহোদয় এক সাহেবজাদীকে বললেন, "যাও, ঐ সৎ লোকটাকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো।"

আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ লোক (৬০)।'

২৪. সুতরাং মূসা ঐ দু'জনের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলো, অতঃপর ছায়ার প্রতি ফিরলো (৬১) আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ঐ খাদ্যের প্রতি, যা তুমি আমার জন্য অবতীর্ণ করেছো, মুখাপেক্ষী (৬২)।'

২৫. অতঃপর ঐ দু'জনের একজন তার নিকট আসলো শরম জড়িত চরণে চলতে চলতে (৬৩); বললো, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকছে তোমার পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য এরই যে, তুমি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়েছো (৬৪)।' যখন মূসা তার নিকট আসলো এবং তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনালো (৬৫), সে বললো, 'আপনি ভয় করবেন না, আপনি বেঁচে গেছেন যালিমদের কবল থেকে (৬৬)।'

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

টীকা-৬৩. চেহারা আস্তীন দ্বারা ঢাকা, শরীর আবৃত অবস্থায়। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা সাহেবজাদী। তাঁর নাম সাফূরা। অপর এক অভিমত হচ্ছে- তিনি কনিষ্ঠা সাহেবজাদী ছিলেন।

টীকা-৬৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে তো রাজি হননি; কিন্তু হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে দেখার এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চললেন।

আর ঐ সাহেবজাদী সাহেবাকে বললেন, "আপনি আমার পেছনে থেকে রাস্তার নির্দেশনা দিতে থাকুন।" এ কথা তিনি পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য বলেছিলেন এবং এভাবেই তিনি তাশরীফ আনয়ন করলেন। যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট পৌঁছলেন, তখন খাবার সামনে হাযির ছিলো। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম বললেন, "বসুন, খাবার গ্রহণ করুন!" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। আর " أَعُوْذُ بِاللهِ " (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) বলে উঠলেন। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম বললেন, "কারণ কি, খানা খেতে আপত্তি কি? আপনার কি ক্ষুধা পায়নি?" তিনি বললেন, "আমি এ আশংকা করছি যে, এ খানা আমার ঐ সৎকাজের বিনিময় হয়ে যাচ্ছে কিনা, যা আমি আপনার পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে সম্পন্ন করেছি। কেননা, আমরা এমন সব লোক যে, আমরা সৎকর্মের জন্য বিনিময় গ্রহণ করিনা।" ★

হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম বললেন, "হে যুবক! তেমন নয়। এই খানা আপনার সৎ কর্মের বিনিময় নয়; বরং আমার ও আমার পিতৃ-পুরুষদের এ অভ্যাস যে, আমরা আতিথেয়তা করে থাকি এবং আহার করাই।"

অতঃপর তিনি বসলেন এবং আহার্য গ্রহণ করলেন।

টীকা-৬৫. এবং সমস্ত ঘটনা ও অবস্থা, যা ফিরআউনের সাথে ঘটেছিলো- স্বীয় বেলাদত শরীফ থেকে আরম্ভ করে ক্বিবতীর হত্যা এবং ফিরআউনীদের তাঁর পবিত্র প্রাণনাশের জন্য উদ্যত হওয়া পর্যন্ত, সবটুকুই হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট বর্ণনা করলেন।

টীকা-৬৬. অর্থাৎ ফিরআউন ও ফিরআউনীদের কবল থেকে। কেননা, এখানে 'মাদ্‌য়ান'-এ ফিরআউনের হুকুমত ও শাসন নেই।

★ استيجار على الطاعة বা সৎকাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য; বস্তুতঃ এটা (استيجار على الطاعة) বৈধ। (ফতোয়া আলমগীরী)

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, এক ব্যক্তির সংবাদের উপর ভিত্তি করে আমল করা বৈধ; চাই সে গোলাম হোক, অথবা নারী। আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, পরনারীর সাথে তাক্বওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করার অবস্থায় চলা বৈধ। (মাদারিক)

টীকা-৬৭. যাকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো সে, জ্যেষ্ঠা কিংবা কনিষ্ঠা।

টীকা-৬৮. যে, ইনি আমাদের মেষগুলো চরাবেন। ফলে এ কাজটা আর আমাদেরকে করতে হবেনা।

টীকা-৬৯. হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম সাহেবজাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা তাঁর শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কি জানো?" তারা আরয করলো, "শক্তি এ থেকেই প্রকাশ পায় যে, তিনি একাই কূপের উপর থেকে ঐ পাথর উঠিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন যেটা দশ জনের কম লোকে উঠাতে পারতো না। আর বিশ্বস্ততা এ থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি আমাদেরকে দেখে মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে নিলেন এবং দৃষ্টি উঠাননি আর আমাদেরকে বললেন, "তোমরা পেছনে চলো, যাতে এমন না হয় যে, বাতাস তোমাদের কাপড় উড়াবে। আর শরীরের কোন অংশ প্রকাশ পেয়ে যাবে।" এ কথা শুনে হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-৭০. এটা বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছিলো, 'আক্বদ'-এর বাক্য ছিলো না। কেননা–

মাস্‌আলাঃ 'আক্বদ'-এর জন্য অতীতকাল বাচক শব্দের দরকার।

২৬. তাদের মধ্যে একজন বললো (৬৭), 'হে আমার পিতা! তাঁকে মজুর নিযুক্ত করে নিন (৬৮), নিশ্চয় উত্তম মজুর সেই, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত হয় (৬৯)।'

২৭. বললো, 'আমি চাচ্ছি আমার দু'কন্যার একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে (৭০)– এ মহরের উপর যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার নিকট চাকুরী করবে (৭১); অতঃপর যদি পূর্ণ দশ বৎসর পূর্ণ করে নাও তবে তা হবে তোমার নিকট থেকেই (৭২)। এবং আমি তোমাকে কষ্টে ফেলতে চাইনা (৭৩)। অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাবে (৭৪)।'

২৮. মূসা বললো, 'এটা আমার ও আপনার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হলো। এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে কোন একটা পূর্ণ করলে (৭৫) আমার উপর দাবী থাকবে না এবং আমাদের এ কথার উপর আল্লাহ্‌র যিম্মা রয়েছে (৭৬)।'

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۡ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

قَالَ اِنِّیْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَیَّ هٰتَيْنِ عَلٰۤى اَنْ تَاْجُرَنِیْ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِیْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِیْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَیَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٨﴾ ع

রুকূ' – চার

২৯. অতঃপর যখন মূসা আপন মেয়াদ পূর্ণ করে দিলো (৭৭) এবং আপন বিবিকে নিয়ে

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ

মাস্‌আলাঃ এবং অনুরূপভাবে কনে কোন্‌টা তা নির্ধারিত করাও আবশ্যক।

টীকা-৭১. মাস্‌আলাঃ আযাদ পুরুষের সাথে আযাদ নারীর বিবাহে অপর কোন আযাদ ব্যক্তির সেবা করা অথবা মেষ চরানোকে 'মহর' নির্ধারণ করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ যদি আযাদ পুরুষ কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্ত্রীর 'সেবা' করাকে অথবা ক্বোরআন শিক্ষা দেয়াকে মহর নির্ধারণ করে বিবাহ করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কিন্তু উপরোক্ত কাজগুলো মহর হতে পারবে না; বরং এমতাবস্থায় সমগোত্রের সমগুণের ও রূপের বিবাহিতা নারীর সমান মহর (مهر مثل) অপরিহার্য হবে। (হিদায়া ও আহমদী)

টীকা-৭২. অর্থাৎ সেটা তোমার করুণা হবে এবং তা তোমার উপর অপরিহার্য হবে না।

টীকা-৭৩. তোমার উপর পূর্ণ দশ বছরের সেবা অপরিহার্য করে দিয়ে।

টীকা-৭৪. সুতরাং আমার পক্ষ থেকে সদাচার ও প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে। 'ইনশাআল্লা তা'আলা' (যদি আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেন,) বাক্যটা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহায়তার উপর নির্ভর করার জন্য বলেছিলেন–

টীকা-৭৫. হয়ত দশ সালের অথবা আট সালের,

টীকা-৭৬. অতঃপর যখন তাঁর আক্বদ সম্পন্ন হলো, তখন হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম আপন সাহেবজাদীকে নির্দেশ দিলেন যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে একটা লাঠি দেয়, যা দিয়ে তিনি মেষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং হিংস্র পশু তাড়াবেন।

হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের কয়েকটা লাঠি ছিলো। সাহেবজাদী সাহেবার হাত হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের লাঠি মুবারকের উপরই পড়লো, যা তিনি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন; আর নবীগণ সেটার ওয়ারিশ হয়ে আসছিলেন।

এভাবে তা হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিলো। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম ঐ লাঠিটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে দিলেন।

টীকা-৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, তিনি (হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম) দীর্ঘতর মেয়াদ দশ বৎসরই

পূর্ণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের নিকট মিশরের দিকে ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন; তিনি অনুমতি দিলেন।

টীকা-৭৮. তাঁর পিতার অনুমতিক্রমে মিশরাভিমুখে,

টীকা-৭৯. যখন তিনি জঙ্গলের মধ্যে ছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত ছিলো। শীত প্রকটভাবে পড়ছিলো। রাস্তাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি আগুন দেখে

টীকা-৮০. পথের যে, তা কোন্ দিকে,

যাত্রা করলো (৭৮), তখন 'তূর' পর্বতের দিক থেকে এক আগুন দেখতে পেলেন (৭৯)। আপন পরিবারবর্গকে বললো, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, তূর পর্বতের দিক থেকে এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে কিছু খবর নিয়ে আসতে পারি (৮০), অথবা তোমাদের জন্য কোন অংগার নিয়ে আসবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো!'

آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতঃপর যখন আগুনের নিকট হাযির হলো, তখন আহ্বান করা হলো ময়দানের ডান পাশ থেকে (৮১), বরকতময় স্থানে বৃক্ষ থেকে (৮২), 'হে মূসা! নিশ্চয় আমিই হই আল্লাহ্, প্রতিপালক সমগ্র জাহানের (৮৩);

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

৩১. এবং এ যে, 'নিক্ষেপ করো আপন লাঠি (৮৪)!' অতঃপর যখন মূসা সেটা দেখলো যে, তা ছুটাছুটি করছে যেন সর্প, তখন পৃষ্ঠ ফিরিয়ে চলতে লাগলো এবং ফিরে তাকালো না (৮৫)। 'হে মূসা! সামনে এসো এবং ভয় করোনা! নিশ্চয় তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে (৮৬)।

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩২. আপন হাত (৮৭) জামার বুকের পাশের ভিতরে রাখো, তা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষভাবে (৮৮); এবং আপন হাত আপন বুকের উপর রাখো ভয় দূর করার জন্য (৮৯)। সুতরাং এ দু'টিই প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের (৯০)– ফিরআউন ও তার সভাসদবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তারা হচ্ছে নির্দেশ অমান্যকারী লোক।'

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩ আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করেছি (৯১); সুতরাং আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং আমার ভাই হারূন, তার ভাষা আমার চেয়ে অধিক পরিষ্কার। সুতরাং তাকে

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا

টীকা-৮১. যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের ডান হাতের দিকে ছিলো,

টীকা-৮২. এটা ছিলো 'উন্নাব' বৃক্ষ; অথবা 'আওসাজ্'। ('আওসাজ' হচ্ছে এক কন্টকময় বৃক্ষ, যা জঙ্গলেই জন্মে।)

টীকা-৮৩. যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সবুজ ও তাজা বৃক্ষে আগুন দেখতে পান, তখন বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এটা অন্য কারো ক্ষমতা নয় এবং নিশ্চয় ঐ বাক্যটার বক্তা হলেন আল্লাহ্ই।

এ কথাও বর্ণিত আছে যে, উক্ত বাণীটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম শুধু কান মুবারকে শুনেন নি, বরং আপন পবিত্র শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শুনতে পেয়েছিলো।

টীকা-৮৪. সুতরাং তিনি লাঠিটা নিক্ষেপ করলেন, তা সর্পে পরিণত হয়ে গেলো।

টীকা-৮৫. তখন ডাকা হলো।

টীকা-৮৬. কোন ভয় নেই।

টীকা-৮৭. আপন কামিজ বা

টীকা-৮৮. সূর্য রশ্মির মতো। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন বরকতময় হস্ত জামার বক্ষ-পার্শ্বের ভিতর ঢুকিয়ে বের করলেন। তখন তাতে এমন তীক্ষ্ণ চমক ছিলো, যার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখা সম্ভব হয়না।

টীকা-৮৯. যাতে হাত আপন পূর্বাবস্থায় হয়ে যায় এবং ভয় দূরীভূত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশ দিলেন, যাতে যে ভয় সাপ দেখার সময় সৃষ্টি হয়েছিলো তা দূরীভূত হয়ে যায়। (উল্লেখ্য,) হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পর যে কোন ভীত-সন্ত্রস্ত লোক আপন হাত বুকের উপর রাখবে, তার ভয় দূরীভূত হয়ে যাবে।

টীকা-৯০. অর্থাৎ লাঠি ও শুভ্রহস্ত তোমারই রসূল হবার পক্ষে দু'টি অকাট্য প্রমাণ।

টীকা-৯১. অর্থাৎ 'কিব্তী' আমার হাতে

নিহত হয়েছে।

টীকা-৯২. অর্থাৎ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়

টীকা-৯৩. ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

টীকা-৯৪. ঐসব হতভাগা লোক মু'জিযাগুলোকে অস্বীকার করে বসলো এবং সেগুলোকে যাদু বলে ফেললো। উদ্দেশ্য এছিলো যে, যেভাবে সবপ্রকারের যাদু বাতিল বা অবাস্তব হয় তেমনি, আল্লাহ্‌র আশ্রয়! এ গুলোও বাতিল।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ আপনার পূর্বে এমনি কখনো করা হয়নি। অথবা এ অর্থ যে, যে আহ্বান আপনি আমাদেরকে করছেন তা এমনি অভিনব যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষদের মধ্যেও তেমনি শুনা যায়নি

টীকা-৯৬. অর্থাৎ কে সত্যের উপর রয়েছে এবং কাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবূয়ত দান করে মর্যাদাবান করেছেন।

টীকা-৯৭. এবং কাকে সেখানকার নি'মাত ও রহমতসমূহ দ্বারা সম্মানিত করা হবে।

টীকা-৯৮. অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষে পরকালের সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে না।

টীকা-৯৯. ইট তৈরী করে; কথিত আছে যে, পৃথিবীর বুকে সর্ব প্রথম সে-ই ইট তৈরী করেছে। এ শিল্পটা তার পূর্বে ছিলো না।

টীকা-১০০. অত্যন্ত উঁচু।

টীকা-১০১. সুতরাং হামান হাজার হাজার কারিগর ও মজুর একত্রিত করলো। ইট তৈরী করলো। তারপর নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে এতো উঁচু প্রাসাদ তৈরী করলো যে, পৃথিবীতে সেটার সমান উঁচু কোন প্রাসাদ ছিলো না। ফিরআউন এ ধারণা করেছিলো যে, '(আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) আল্লাহ্ তা'আলারও প্রাসাদ রয়েছে এবং তিনিও সশরীর। তাই তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছা তার জন্য সম্ভবপর হবে!'

টীকা-১০২. অর্থাৎ মূসা আলায়হিস্ সালাম

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

আমার সাহায্যের জন্য রসূল করে নাও, যাতে আমার সত্যায়ন করে। আমি আশংকা করছি যে, তারা (৯২) আমাকে অস্বীকার করবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এরশাদ করলেন, 'অনতিবিলম্বে আমি তোমার বাহুকে তোমার ভাইয়ের দ্বারা শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে বিজয় দান করবো; সুতরাং তারা, তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনসমূহের কারণে, তোমরা দু'জন এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে, জয়যুক্ত হবে (৯৩)।'

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর যখন মূসা তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে, তখন তারা বললো, 'এ তো নয়, কিন্তু অলীক যাদু মাত্র (৯৪)! এবং আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এমনি শুনিনি (৯৫)।'

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং মূসা বললেন, 'আমার প্রতিপালক খুব ভালো জানেন কে তাঁর নিকট থেকে হিদায়ত (পথ-নির্দেশনা) নিয়ে এসেছেন (৯৬) এবং কার জন্য পরকালের ঘর থাকবে (৯৭)। নিশ্চয় যালিম, (লক্ষ্য অর্জনে) সফলকাম হয়না (৯৮)।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং ফিরআউন বললো, 'হে সভাসদবর্গ! আমি তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন খোদা আছে বলে জানিনা! সুতরাং হে হামান! আমার জন্য কাদা পোড়ায়ে (৯৯) একটা প্রাসাদ তৈরী করো (১০০)। হয়ত আমি মূসার খোদাকে উঁকি মেরে দেখে আসবো (১০১); এবং নিশ্চয় আমার ধারণায়তো সে (১০২) মিথ্যাবাদী (১০৩)।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং সে ও তার সৈন্য-বাহিনী ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছে (১০৪) এবং মনে করেছে যে, তাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি (১০৫)। সুতরাং দেখো, কেমন পরিণাম হয়েছে যালিমদের!

টীকা-১০৩. আপন এ দাবীতে যে, তাঁর একমাত্র উপাস্য রয়েছেন, যিনি তাঁকে আপন রসূল করে আমাদের প্রতি প্রেরণ করেছেন।

টীকা-১০৪. এবং সত্যকে অমান্য করলো ও বাতিলের উপরই থেকে গেলো।

টীকা-১০৫. এবং সবাই নিমজ্জিত হয়ে গেলো।

টীকা-১০৬. পৃথিবীতে

টীকা-১০৭. অর্থাৎ কুফর ও পাপাচারের প্রতি আহবান করছে। যার ফলে জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হয় এবং যারা তাদের কথা মতো চলে তারাও জাহান্নামী হয়ে যায়।

৪১. এবং তাদেরকে আমি (১০৬) দোযখবাসীদের নেতা করেছি; তারা আগুনের দিকে আহ্বান করছে (১০৭), এবং ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের সাহায্য করা হবেনা।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

৪২. এবং এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি (১০৮) এবং ক্বিয়ামতের দিন তাদের মন্দই রয়েছে।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۝

রুকূ' – পাঁচ

৪৩. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (১০৯) এর পর যে, পূর্ববর্তী বহু মানব-গোষ্ঠীকে (১১০) ধ্বংস করে দিয়েছি, যেটার মধ্যে মানব জাতির অন্তরের চক্ষুগুলো খুলে দেয় এমন বাণীসমূহ, পথ-নির্দেশনা এবং দয়া (রয়েছে), যেন তারা উপদেশ মান্য করে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৪. এবং আপনি (১১১) তূরের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না (১১২) যখন আমি মূসাকে রিসালতের হুকুম প্রেরণ করেছি (১১৩) এবং তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন না।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৪৫. কিন্তু হয়েছে এটাই যে, আমি মানবগোষ্ঠীসমূহ সৃষ্টি করেছি (১১৪), তারপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে (১১৫); এবং না আপনি মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যে বসবাসরত ছিলেন তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তিকারী অবস্থায়; হাঁ, আমিই তো রসূল প্রেরণকারী ছিলাম (১১৬)।

وَلٰكِنَّاۤ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

৪৬. এবং না আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন, যখন আমি আহ্বান করেছি (১১৭); হাঁ, আপনার প্রতিপালকের দয়া রয়েছে (যে, আপনাকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদান করেছেন) (১১৮), যাতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন যার নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (১১৯), এ আশা করে যে, তাদের উপদেশ হবে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

৪৭. এবং যদি না এ হতো যে, কখনো তাদেরকে স্পর্শ করতো কোন বিপদাপদ (১২০), সেটার কারণে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ

وَلَوْلَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

টীকা-১০৮. অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও রহমত থেকে দূরত্ব।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ তাওরীত

টীকা-১১০. নূহ, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মতো,

টীকা-১১১. হে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-১১২. সেটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের 'মীক্বাত' (নির্দিষ্ট মেয়াদকাল) ছিলো।

টীকা-১১৩. এবং তাঁর সাথে কথা বলেছি ও তাঁকে নৈকট্য দান করেছি

টীকা-১১৪. অর্থাৎ বহু মানব-গোষ্ঠী হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পর,

টীকা-১১৫. অতঃপর তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকার ভুলে গেছে এবং তারা তাঁর আনুগত্য করা বর্জন করেছে। আর এর হাক্বীকৃত (বাস্তবতা) এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর সম্প্রদায় থেকে বিশ্বকুল সরদার, আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও তাঁর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। যখন দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো এবং জাতির পর জাতি গত হয়ে গেলো, তখন তারা ঐসব অঙ্গীকার ভুলে গেলো এবং সেগুলো পূরণ করাকে বর্জন করলো।

টীকা-১১৬. সুতরাং আমি আপনাকে জ্ঞান দিয়েছি এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেছি।

টীকা-১১৭. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে তাওরীত দান করার সময়;

টীকা-১১৮. যা থেকে আপনি তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেন, সে সব বিষয় সম্পর্কে আপনার খবর দেয়া আপনার নবূয়তেরই প্রকাশ্য প্রমাণ।

টীকা-১১৯. ঐ সম্প্রদায় দ্বারা মক্কাবাসীদের কথা বুঝানো হয়েছে; যারা 'ফাত্‌রাত'-যুগেরই ছিলো (যা হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যবর্তী পাঁচশ বছরের সময়সীমাকে বলা হয়।)

টীকা-১২০. শাস্তি,

টীকা-১২১. অর্থাৎ যে-ই কুফর ও পাপাচার তারা করেছে।

টীকা-১২২. আয়াতের অর্থ এ যে, রসূলগণকে প্রেরণ করা যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই, যাতে তাদের নিকট এ ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ না থাকে যে, 'আমাদের নিকট রসূল প্রেরণ করা হয়নি, এ কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি। যদি রসূল আগমন করতেন, তবে আমরা অবশ্যই আনুগত হতাম এবং ঈমান আনতাম।'

টীকা-১২৩. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১২৪. মক্কার কাফিরগণ,

টীকা-১২৫. অর্থাৎ তাঁকে ক্বোরআন করীম একবারেই কেন প্রদান করা হয়নি। যেমনিভাবে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে পূর্ণ তাওরীত একবারেই দান করা হয়েছিলো।

অথবা অর্থ এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লাঠি ও শুভ্রহস্তের মতো মু'জিযা কেন দেয়া হয়নি? আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেন,

করেছে (১২১), তবে বলতো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কেন প্রেরণ করোনি আমাদের প্রতি কোন রসূল, যাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করতাম এবং ঈমান আনতাম (১২২)?'

فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. অতঃপর যখন তাদের নিকট সত্য আগমন করলো (১২৩) আমার নিকট থেকে, তখন বললো (১২৪), 'তাঁকে কেন প্রদান করা হয়নি যা মূসাকে প্রদান করা হয়েছে (১২৫)?' তারা কি অস্বীকার করতো না যা পূর্বে মূসাকে প্রদান করা হয়েছে (১২৬)? তারা বললো, 'দু'টি যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে;' এবং তারা বললো, 'আমরা এ দু'জনকেই অস্বীকার করি (১২৭)।'

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আপনি বলুন, 'সুতরাং আল্লাহ্র নিকট থেকে এমন কোন কিতাব নিয়ে এসো, যা ঐ দু'টি কিতাব অপেক্ষা অধিক পথ-প্রদর্শনেরই হয় (১২৮), আমি সেটার অনুসরণ করবো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (১২৯)।'

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর যদি তারা আপনার এ বাণী গ্রহণ না করে (১৩০), তবে জেনে নিন যে, (১৩১), ব্যাস! তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করছে। এবং তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আপন খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে, আল্লাহ্র হিদায়ত থেকে পৃথক হয়ে?

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

টীকা-১২৬. ইহুদীগণ ক্বোরাইশদের নিকট পয়গাম প্রেরণ করলো যেন তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মতো মু'জিযাসমূহ দেখানোর দাবী করে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, যে সব ইহুদী এ প্রশ্ন করেছিলো তারা কি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে এবং যা তাঁকে আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রদান করা হয়েছিলো তা অস্বীকার করে নি?

টীকা-১২৭. অর্থাৎ তাওরীতকেও এবং ক্বোরআনকেও। এ দু'টিকেই তারা 'যাদু' বলেছিলো। অপর এক 'ক্বিরআত,-এর মধ্যে ' سَاحِرَانِ ' এসেছে। এতদ্ভিত্তিতে অর্থ এ হবে যে, তাদের ভাষায় উভয়ই যাদুকর। অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম।

শানে নুযূলঃ মক্কার মুশরিকগণ মদীনা শরীফের ইহুদী নেতৃবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করে জানতে চেয়েছিলো– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবাদিতে কোন খবর আছে কিনা। তারা জবাব দিলো, "হাঁ, হুযূর (দঃ)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী তাদের কিতাব তাওরীতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।" যখন এ সংবাদ ক্বোরাঈশদের নিকট পৌঁছলো তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলতে লাগলো, "তাঁরা উভয়ই যাদুকর। তাঁদের মধ্যে একে অপরের সমর্থক ও সাহায্যকারী।" এর খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

টীকা-১২৮. অর্থাৎ তাওরীত ও ক্বোরআন অপেক্ষা,

টীকা-১২৯. নিজেদের এ উক্তিতে যে, 'এ দু'-ই যাদু কিংবা যাদুকর'। এ'তে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা এটার মতো কিতাব রচনা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং সামনে এরশাদ করা হচ্ছে–

টীকা-১৩০. এবং এমন কিতাবও আনতে না পারে,

টীকা-১৩১. তাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই,

টীকা-১৩২. অর্থাৎ ক্বোরআন করীম তাদের নিকট পরপর ও ধারাবাহিকভাবে এসেছে– প্রতিশ্রুতি, শাস্তির সংবাদ, কাহিনী, শিক্ষনীয় বিষয়াদি এবং উপদেশাবলী; যাতে বুঝতে পারে ও ঈমান আনে।

টীকা-১৩৩. ক্বোরআন শরীফ অথবা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা হলেন– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা। অপর এক অভিমত এ যে, তা ঐসব ইঞ্জীলের অনুসারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা হাব্শাহ্ (আবিসিনিয়া) থেকে এসে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা চল্লিশ জন ছিলেন, যাঁরা হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিবের সাথে এসেছিলেন। যখন তাঁরা মুসলমানদের অভাব ও জীবিকার সংকট দেখলেন তখন রসূলে পাকের দরবারে আরয করলেন, "আমাদের নিকট অর্থ সম্পদ আছে। হুযূর যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ফিরে গিয়ে নিজেদের ধন-সম্পদ নিয়ে আসবো আর তা দ্বারা মুসলমানদের সেবা করবো।" হুযূর (দঃ) অনুমতি দিলেন এবং তাঁরা গিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে আসলেন। আর তা দ্বারা মুসলমানদের সেবা করলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত নাযিল হলো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন যে, এ আয়াতগুলো আশি জন কিতাবীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যাঁদের মধ্যে ৪০ জন নাজরানের, ৩২ জন 'হাবশাহ্' বা আবিসিনিয়ার এবং ৮ জন শামদেশ বা সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

নিশ্চয় আল্লাহ্ হিদায়ত করেননা যালিম লোকদেরকে।

রুকু' – ছয়

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং নিশ্চয় আমি তাদের জন্য বাণী পরপর অবতারণ করেছি (১৩২) যেন তারা মনোযোগ দেয়।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. যাদেরকে আমি এর পূর্বে (১৩৩) কিতাব দিয়েছি তারা সেটার উপর ঈমান আনে।

وَإِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং যখন তাদের উপর এসব আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। নিশ্চয় এটাই সত্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে; আমরা এর পূর্বেই আত্মসমর্পণ করেছিলাম (১৩৪)।'

أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তাদেরকে তাদের প্রতিদান দু'বার দেয়া হবে (১৩৫) বিনিময় তাদের ধৈর্যের (১৩৬)। এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে (১৩৭) এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমারই পথে ব্যয় করে (১৩৮)।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

৫৫. এবং যখন অযথা কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৩৯)। আর বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের কর্মফল, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল। ব্যাস্! তোমাদের প্রতি সালাম (১৪০)! অজ্ঞলোকদের

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ ক্বোরআন নাযিল হবার পূর্বেই আমরা আল্লাহ্র হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান রাখতাম– এ মর্মে যে, 'তিনি সত্য নবী।' কেননা, তাওরীত ও ইঞ্জীলে তাঁর কথা উল্লেখিত রয়েছে।

টীকা-১৩৫. কেননা, তারা পূর্ববর্তী কিতাবের উপরও ঈমান এনেছে এবং পবিত্র ক্বোরআনের উপরও।

টীকা-১৩৬. যেহেতু তারা আপন দ্বীনের উপরও ধৈর্যধারণ করেছে এবং মুশরিকদের নির্যাতনের উপরও।

বোখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তিন ধরণের লোক এমন রয়েছে, যাঁরা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবেনঃ

এক) কিতাবীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি যে আপন নবীর উপরও ঈমান এনেছে এবং নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপরও; **দুই)** ঐ ক্রীতদাস, যে আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ও পালন করেছে এবং আপন মুনিবেরও; **তিন)** ঐ ব্যক্তি, যার নিকট দাসী ছিলো, যার সাথে সে সংগম করতো, অতঃপর তাকে ভালোমতে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে, ভাল শিক্ষা দান করেছে, অতঃপর আযাদ করে এবং তাকে বিবাহ করেছে। তার জন্যও দু'টি প্রতিদান রয়েছে।"

টীকা-১৩৭. আনুগত্য দ্বারা অবাধ্যতাকে এবং জ্ঞান দ্বারা নির্যাতনকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, তাওহীদের সাক্ষ্য অর্থাৎ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ — (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) দ্বারা শির্ককে।

টীকা-১৩৮. আনুগত্যের মধ্যে অর্থাৎ সাদক্বাহ্ করে।

টীকা-১৩৯. মুশরিকগণ মক্কা মুকার্‌রামাহ্র ঈমানদারদেরকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে গালি দিতো এবং মন্দ বলতো। ঐ সব হযরত এসব লোকের অসার বাক্যসমূহ শুনে সেগুলো উপেক্ষা করতেন।

টীকা-১৪০. অর্থাৎ আমরা তোমাদের অসার বাক্যাদির ও গালির জবাবে গালি দেবো না।

টীকা-১৪১. তাদের সাথে মেলামেশা, উঠাবসা করতে চাইনা। আমাদের নিকট মূর্খসুলভ চালচলন পছন্দনীয় নয়। (এটা জিহাদের নির্দেশসূচক আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১৪২. যাদের জন্য তিনি হিদায়ত লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা প্রমাণাদি থেকে উপদেশ গ্রহণ করে ও সত্যের বার্তা মান্য করে।

শানে নুযূলঃ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত আবূ তালিবের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে তার মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, "হে চাচা, বলো! لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ .... (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ....), আমি তোমার জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে সাক্ষী থাকবো।" তিনি বললেন, "যদি আমার নিকট ক্বোরাঈশদের সমালোচনার আশংকা না থাকতো, তবে আমি অবশ্যই ঈমান এনে তোমার চক্ষুদ্বয় শান্ত করতাম।" এরপর তিনি এ পংক্তিগুলো পাঠ করেছিলেন-

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ؛ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارُ مُسَبَّةٍ ؛ لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا

অর্থাৎঃ "আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীন সমগ্র জাহানের দ্বীন অপেক্ষা উত্তম, যদি সমালোচনা ও দুর্নামের আশংকা না থাকতো তবে আমি অতীব নিষ্ঠার সাথে এ দ্বীনকেই গ্রহণ করে নিতাম।" এরপর আবূ তালিবের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৪৩. অর্থাৎ আরবভূমি থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হারিস ইবনে ওসমান ইবনে নওফিল ইবনে আবদে মান্নাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আমরা তো এ কথা নিশ্চয়তার সাথে জানি যে, যা আপনি বলছেন তা সত্য; কিন্তু আমরা যদি আপনার দ্বীনের অনুসরণ করি তবে আমরা এ আশংকা করছি যে, আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আমাদের মাতৃভূমিতে থাকতে দেবে না।" এ আয়াতে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে।

টীকা-১৪৪. যেখানে বসবাসকারীরা হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ রয়েছে এবং যেখানে পশু ও তরুলতার পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে,

টীকা-১৪৫. এবং তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে জানেনা যে, এ জীবিকা আল্লাহর নিকট থেকেই। যদি তাদের এ বোধশক্তি থাকতো তবে জানতো যে, ভয় এবং নিরাপত্তাও তাঁরই নিকট থেকে এবং ঈমান আনার ক্ষেত্রে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভয় করতো না।

لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ۝٥٥

কার্যকলাপ আমাদের পছন্দনীয় নয় (১৪১)।'

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٥٦

৫৬. নিশ্চয় এটা নয় যে, আপনি যাকেই নিজ থেকে চান হিদায়ত করবেন, হাঁ, আল্লাহ্ই হিদায়ত করেন যাকে চান; এবং তিনি ভালো জানেন সৎ পথের অনুসারীদেরকে (১৪২)।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٧

৫৭. এবং তারা বলে, 'যদি আমরা আপনার সাথে হিদায়তের অনুসরণ করি তবে লোকেরা আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করবে (১৪৩)।' আমি কি তাদেরকে স্থান দিইনি নিরাপদ হেরমে (১৪৪), যেটার প্রতি সব বস্তুর ফলমূল আমদানী করা হয়, আমার নিকট থেকে জীবিকাস্বরূপ? কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই (১৪৫)।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ؕ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥٨

৫৮. এবং কত শহরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর অহংকারী হয়েছে (১৪৬)। সুতরাং এ-ই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী (১৪৭) যে, তাদের পর সেগুলোতে বসবাস হয়নি, কিন্তু সামান্য (১৪৮) এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী (১৪৯)।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى

৫৯. এবং আপনার প্রতিপালক শহরগুলোকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলোর মূল

টীকা-১৪৬. এবং তারা এ ঔদ্ধত্য অবলম্বন করেছিলো যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবিকা আহার করতো; কিন্তু উপাসনা করতো প্রতিমার। মক্কাবাসীদেরকে এমন সম্প্রদায়ের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা তাদেরই মতো ছিলো, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহ লাভ করতো কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো না; বরং উক্ত অনুগ্রহসমূহের উপর দম্ভ করতো। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৪৭. যেগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আর আরবের লোকেরা তাদের সফরে সেগুলো দেখতে পায়

টীকা-১৪৮. যে, কোন মুসাফির অথবা পথচারী সেগুলোতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করে; অতঃপর শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে।

টীকা-১৪৯. ঐ সব বাড়ীঘরের। অর্থাৎ সেখানকার বসবাসকারীগণ এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের পর তাদের কোন উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট থাকেনি। এখন আল্লাহ্ ব্যতীত সেই ঘরবাড়ীগুলোর অন্য কোন মালিক নেই। সৃষ্টির ধ্বংসের পর তিনিই সবকিছুর মালিক।

টীকা-১৫০. অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, " اُمُّ الْقُرٰى " দ্বারা মক্কা মুকাররমাহ্ বুঝানো হয়েছে এবং 'রসূল' দ্বারা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৫১. এবং তাদের নিকট ধর্মের বাণী পৌঁছান এবং এ খবর দেন যে, যদি তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে; যাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তাদের ওযর-আপত্তি পেশ করার কোন অবকাশ না থাকে।

কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ করেন (১৫০) যিনি তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন (১৫১) এবং আমি শহরগুলোকে ধ্বংস করিনা, কিন্তু তখনই, যখন সেগুলোর বাসিন্দারা যালিম হয় (১৫২)।

يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. এবং যেকোন বস্তুই তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ও সেটার সাজসজ্জা মাত্র (১৫৩)। এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে (১৫৪) তা উত্তম ও অধিক স্থায়ী (১৫৫)। তবে কি তোমাদের বিবেক নেই (১৫৬)?

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾

রুকূ' - সাত

৬১. তবে কি ঐ ব্যক্তি, যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি (১৫৭) অতঃপর সে সেটার সাক্ষাত পাবে, ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী ভোগ করতে দিয়েছি, অতঃপর তাকে ক্বিয়ামতের দিনে গ্রেফতার করে হাযির করা হবে (১৫৮)?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬২. এবং যেদিন তাকে আহ্বান করবেন (১৫৯) অতঃপর বলবেন, 'কোথায় আমার ঐসব শরীক, যে গুলোকে তোমরা (১৬০) ধারণা করতে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩. বলবে ঐসব লোক, যাদের উপর শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে (১৬১), 'হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই হচ্ছে তারা, যাদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি যেমনিভাবে আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম (১৬২)। আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তারা আমাদের পূজা করতোইনা (১৬৩)।'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪. এবং তাদেরকে বলা হবে, 'নিজেদের শরীকগুলোকে ডাকো (১৬৪)!' অতঃপর তারা ডাকবে। তখন তারা তাদের কথা শুনবে না এবং দেখবে শাস্তি। কতই ভালো হতো যদি তারা সৎ পথ পেতো (১৬৫)!

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

টীকা-১৫২. রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে, নিজেদের কুফরের উপর অটল থাকে এবং এ কারণে শাস্তির উপযোগী হয়।

টীকা-১৫৩. যে গুলোর স্থায়িত্ব অতি স্বল্প এবং যার পরিণতি হচ্ছে বিলীন হয়ে যাওয়া।

টীকা-১৫৪. অর্থাৎ আখিরাতের উপকারাদি।

টীকা-১৫৫. সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত এবং তা স্থায়ী হয়, বন্ধ হয় না।

টীকা-১৫৬. যে, এতটুকুও বুঝতে পারো যে, 'স্থায়ী' 'ধ্বংসশীল' অপেক্ষা উত্তম। এ জন্যই কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি পরকালের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় সে মূর্খ।

টীকা-১৫৭. জান্নাতের পুরস্কারের।

টীকা-১৫৮. এ দু'জন কখনো সমান হতে পারে না। তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যাকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে মু'মিন। আর অপরজন কাফির।

টীকা-১৫৯. আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কার সূত্রে

টীকা-১৬০. পৃথিবীতে আমার শরীক

টীকা-১৬১. অর্থাৎ শাস্তি অপরিহার্য হয়ে গেছে। আর সে সব লোক হচ্ছে ভ্রান্তদের নেতা এবং কাফিরদের সরদার।

টীকা-১৬২. অর্থাৎ সেসব লোক আমাদের বিভ্রান্তকরণের ফলে তাদের নিজ ইচ্ছায় পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের ভ্রান্তির ক্ষেত্রে আমাদের কোন দোষ নেই; আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি।

টীকা-১৬৩. বরং তারা নিজেদেরই খেয়াল-খুশীর পূজারী ও কুপ্রবৃত্তিসমূহেরই অনুগত ছিলো।

টীকা-১৬৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে বলা হবে "তোমরা তোমাদের প্রতিমাগুলোকে ডাকো যেন তারা তোমাদেরকে শাস্তি থেকে উদ্ধার করে।"

টীকা-১৬৫. দুনিয়ায়; যাতে আখিরাতে শাস্তি দেখতোই না।

টীকা-১৬৬. অর্থাৎ কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন–

টীকা-১৬৭. যাঁরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সত্যের প্রতি আহ্বান করতেন।

টীকা-১৬৮. এবং কোন ওযর ও প্রমাণ তারা দেখতে পাবে না।

টীকা-১৬৯. এবং ভয়ানক আতংকের কারণে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। অথবা কেউ কাউকেও এ কারণে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না যে, জবাব দিতে অক্ষম হওয়ার ব্যাপারে সবাই সমান– চাই অনুসারী হোক, কিংবা অনুসৃত; কাফির হোক অথবা কাফিরে পরিণতকারী হোক।

টীকা-১৭০. শির্ক থেকে

টীকা-১৭১. আপন প্রতিপালকের উপর এবং ঐ সব কিছুর উপর, যেগুলো প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং যেদিন তাদেরকে আহ্বান করবেন, তখন (আল্লাহ্) বলবেন, (১৬৬), 'তোমরা রসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে (১৬৭)?'

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. অতঃপর সেদিন তাদের উপর খবরসমূহ অন্ধ হয়ে যাবে (১৬৮), তখন তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (১৬৯)।

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তবে ঐ ব্যক্তি যে তাওবা করেছে (১৭০) এবং ঈমান এনেছে (১৭১), এবং সৎ কর্ম করেছে, এ কথা নিকটে যে, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং আপনার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন যা চান এবং পছন্দ করেন (১৭২)। তাদের (১৭৩) কোন ক্ষমতা নেই। পবিত্রতা আল্লাহ্‌রই এবং তিনি তাদের শির্ক থেকে বহু উর্ধ্বে!

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. এবং আপনার প্রতিপালক জানেন, যা তাদের বক্ষসমূহে গোপন রয়েছে (১৭৪) এবং যা তারা প্রকাশ করছে (১৭৫)।

وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْأُولَىٰ وَالْءَاخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং তিনিই হন আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই। তাঁরই প্রশংসা বিদ্যমান দুনিয়ায় (১৭৬) ও আখিরাতে এবং নির্দেশ তাঁরই (১৭৭) আর তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ

৭১. আপনি বলুন (১৭৮), 'ভালোই তো, দেখো! যদি আল্লাহ্ সর্বদা তোমাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করেন (১৭৯), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন্ খোদা আছে যে তোমাদেরকে আলো এনে দেবে (১৮০)? তবে

টীকা-১৭২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুশরিকদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা বলেছিলো, "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবূয়তের জন্য কেন মনোনীত করেছেন? এ ক্বোরআন মক্কা ও তায়েফের অন্য কোন বড় লোকের উপর কেন অবতীর্ণ করেন নি?" এ উক্তিটার বক্তা ছিলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ আর 'বড় লোক' বলে সে নিজেকে ও 'উরওয়াহ্ ইবনে মাস্'ঊদ সাক্বাফী'র কথা বুঝাতো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর এরশাদ হয়েছে যে, রসূলগণকে প্রেরণ করা উক্ত সব লোকের ইচ্ছা অনুসারে নয়; আল্লাহ্ তা'আলারই মর্জি, তাঁরই প্রজ্ঞা। তিনিই তাদের সম্পর্কে জানেন। তাদের তাঁর মর্জিতে হস্তক্ষেপ করার কি অবকাশ আছে?

টীকা-১৭৩. অর্থাৎ মুশরিকদের

টীকা-১৭৪. অর্থাৎ কুফর ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা, যাকে এসব লোক গোপন করে।

টীকা-১৭৫. নিজেদের মুখে, বাস্তববিরোধী। যেমন– নবূয়তের বিষয়ে সমালোচনা করা এবং ক্বোরআন পাককে অস্বীকার করা।

টীকা-১৭৬. যে, তাঁর ওলীগণ (প্রিয় বান্দাগণ) দুনিয়ারও তাঁর প্রশংসা করেন এবং আখিরাতেও তাঁর প্রশংসা করে তৃপ্ত হন।

টীকা-১৭৭. তাঁরই ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বলবৎ ও কার্যকর। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "আপন অনুগত বান্দাদের জন্য ক্ষমার ও পাপীদের জন্য সুপারিশের নির্দেশ দেন।"

টীকা-১৭৮. হে হাবীব! সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কাবাসীদেরকে,

টীকা-১৭৯. এবং দিনকে প্রকাশই না করেন,

টীকা-১৮০. যাতে তোমরা জীবিকার্জনের জন্য কাজ করতে পারো?

টীকা-১৮১. চেতনার কানে, যেন শির্ক থেকে বিরত হও!

টীকা-১৮২. রাত আসতে না-ই দেন।

টীকা-১৮৩. এবং দিনে যে কাজ ও পরিশ্রম করেছিলে তার ক্লান্তি দূর করবে?

টীকা-১৮৪. যে, তোমরা কতই জঘন্য ভুলের মধ্যে রয়েছো যে, তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করছো!

কি তোমরা শুনতে পাচ্ছো না (১৮১)?'

أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

৭২. আপনি বলুন, 'ভালো, দেখো তো! যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা দিন রেখে দেন (১৮২), তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন্ খোদা রয়েছে, যে তোমাদের নিকট রাত এনে দেবে, যার মধ্যে তোমরা আরাম করবে (১৮৩)? তবে কি তোমরা ভেবে দেখো না (১৮৪)?'

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩. এবং তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যেন রাতে আরাম করো এবং দিনে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো (১৮৫) এবং এ জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (১৮৬)।

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. এবং যেদিন তাদেরকে ডাকবেন, অতঃপর বলবেন, 'কোথায় আমার ঐসব অংশীদার, যা তোমরা দাবী করছিলে?'

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী বের করে (১৮৭) বলবো, 'তোমাদের প্রমাণ হাযির করো (১৮৮)।' তখন তারা জানতে পারবে যে (১৮৯), হক আল্লাহ্‌রই এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবে যেসব বানোয়াট তারা করতো (১৯০)।

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

রুকূ' – আট

৭৬. নিশ্চয় কারূন মূসার সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলো (১৯১), অতঃপর সে তাদের উপর অত্যাচার করেছে; এবং আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছি, যে গুলোর চাবি একটা বলবান দলের উপরও ভারী ছিলো; যখন তাকে তার সম্প্রদায় (১৯২) বললো, 'দম্ভ করোনা (১৯৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না।

إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. এবং যেই সম্পদ তোমাকে আল্লাহ্ প্রদান করেছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো (১৯৪) এবং দুনিয়ার মধ্যে নিজ অংশ ভুলো না (১৯৫)

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا

টীকা-১৮৫. জীবিকা উপার্জন করো

টীকা-১৮৬. এবং তাঁর অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১৮৭. এখানে 'সাক্ষী' দ্বারা 'রসূল' বুঝানো হয়েছে; যাঁরা আপন আপন উম্মতদের উপর এ সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা তাদের নিকট প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং বহু উপদেশ দিয়েছেন।

টীকা-১৮৮. অর্থাৎ শির্ক ও রসূলগণের বিরোধিতা, যা তোমাদের অভ্যাসই ছিলো, সেটার পক্ষে কি প্রমাণ আছে, পেশ করো!

টীকা-১৮৯. 'ইলাহ ও উপাস্য হওয়া' একমাত্র

টীকা-১৯০. পৃথিবীতে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যেই শরীক তারা স্থির করতো।

টীকা-১৯১. কারূন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের চাচা 'ইয়াস্‌হার'-এর পুত্র ছিলো। সে খুব সুন্দর সুঠাম পুরুষ ছিলো। এ কারণে তাকে 'মুনাওয়ার' (আলোকময়) বলা হতো। সে বনী ইস্রাঈলের মধ্যে তাওরীতের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলো। অভাবগ্রস্ত থাকা অবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ী ও চরিত্রবান ছিলো। অর্থ-সম্পদ হস্তগত হওয়া মাত্রই তার অবস্থায় পরিবর্তন আসলো। আর সামেরীর মতো 'মুনাফিক' হয়ে গেলো। কথিত আছে যে, ফিরআউন তাকে বনী ইস্রাঈলের উপর শাসক নিয়োগ করেছিলো।

টীকা-১৯২. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের মু'মিনগণ

টীকা-১৯৩. সম্পদের প্রাচুর্যের উপর।'

টীকা-১৯৪. আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সম্পদকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে পরকালের জন্য কাজ করে যেন শাস্তি থেকে মুক্তি পাও। এ কারণে যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত অংশ হলো, আখিরাতের জন্য কাজ করবে– দান-সাদক্বাহ করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রেখে সৎ কর্ম সহকারে।

এর ব্যাখ্যায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, আপন স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন ও ধন-সম্পদকে ভুলে বসো না, এ থেকে যে, এ গুলোর সাথে পরকাল অনুসন্ধান করবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, পাঁচটা বস্তুকে পাঁচটা বস্তুর পূর্বে গণীমত মনে করোঃ ১) যৌবনকে বার্দ্ধক্যের পূর্বে, ২) সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ৩) সম্পদের প্রাচুর্যকে অভাবগ্রস্ত হবার পূর্বে, ৪) অবসরকে কর্মব্যস্ততার পূর্বে এবং ৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।

টীকা-১৯৬. আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে

টীকা-১৯৭. বিধি-নিষেধ অমান্য করে, পাপকর্ম সম্পাদন করে এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহ করে

টীকা-১৯৮. অর্থাৎ কারূন বললো, "এ ধন-সম্পদ

টীকা-১৯৯. এ 'জ্ঞান' দ্বারা হয়ত 'তাওরীতের জ্ঞান'-এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান, যা সে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট থেকে অর্জন করেছিলো এবং তা দ্বারা সে দস্তাকে রৌপ্য এবং তামাকে স্বর্ণে পরিণত করে নিতো; অথবা ব্যবসা-সংক্রান্ত জ্ঞান, অথবা কৃষিবিদ্যা, অথবা অন্যান্য পেশা-বিদ্যা।

সাহ্‌ল বলেছেন, "যে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেছে সে সাফল্য পায়নি।"

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

এবং পরোপকার করো (১৯৬) যেমন আল্লাহ্ তোমার উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং (১৯৭) পৃথিবীতে অশান্তি চেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।'

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. বললো, 'এ-(১৯৮) তো আমি এক জ্ঞান থেকে লাভ করেছি যা আমার নিকট রয়েছে (১৯৯)।' এবং তার কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে ঐসব মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যাদের সম্প্রদায়গুলো তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী ছিলো এবং সংগ্রহ (শক্তি ও সম্পদ) তার চেয়েও অধিক (২০০)? এবং অপরাধীদেরকে তাদের পাপগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (২০১)।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

৭৯. অতঃপর আপন সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হলো আপন জাঁকজমকের মধ্যে (২০২), বললো ঐসব লোক, যারা পার্থিব জীবন চায়, 'হায়, কোন মতে আমরাও যদি তেমনি পেতাম যেমন পেয়েছে কারূন! নিশ্চয় তার বড় সৌভাগ্য!'

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং বললো ঐসব লোক, যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে (২০৩), 'ধ্বংস হোক তোমাদের! আল্লাহ্‌র পুরস্কার উত্তম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ঈমান এনেছে এবং সৎ-কর্ম করে (২০৪); আর এটা তারাই পায়, যারা ধৈর্যশীল (২০৫)।'

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ

৮১. অতঃপর আমি তাকে (২০৬) এবং তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম, অতঃপর তার নিকট কোন মানব-গোষ্ঠী ছিলো না যে, আল্লাহ্ থেকে বাঁচানোর জন্য তার সাহায্য করতো (২০৭);

টীকা-২০০. এবং শক্তি ও সম্পদে তার চেয়ে অধিক প্রাচুর্যময় ছিলো এবং সে বড় বড় দল রাখতো। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং সে কেন শক্তি ও সম্পদের প্রাচুর্যের উপর অহংকার করছে? সেতো জানে যে, এমন সব লোকের পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস।

টীকা-২০১. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্ন করা হবে না, বরং তিরস্কারের জন্যই করা হবে।

টীকা-২০২. অনেক আরোহী সাথে নিয়ে, অলংকারাদিতে সজ্জিত রেশমী পোশাক পরিহিত অবস্থায়, সুসজ্জিত ঘোড়ার উপর আরোহণ করে।

টীকা-২০৩. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের আলিমগণ।

টীকা-২০৪. ঐ ধন-সম্পদ দ্বারা, যা দুনিয়ায় কারূন লাভ করেছিলো।

টীকা-২০৫. অর্থাৎ সৎকর্ম ধৈর্যশীল বান্দাদেরই অংশ আর সেটার সাওয়াব তাঁরাই পেয়ে থাকেন।

টীকা-২০৬. অর্থাৎ কারূনকে।

টীকা-২০৭. কারূন ও তার ঘর-বাড়ী ধ্বসিয়ে ফেলার ঘটনা জীবন চরিত লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এটাই উল্লেখ করেছেন–

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইস্রাঈলকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবার পর 'মায্‌বাহ্' (পশু যবেহের স্থান)-এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামকে সোপর্দ করলেন। বনী ইস্রাঈল আপন ক্বোরবানীসমূহ হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামের নিকট নিয়ে আসতো আর তিনি সেগুলো যবেহ্‌খানায় রাখতেন। আসমান থেকে আগুন নেমে এসে সেগুলো খেয়ে ফেলতো। কারূন হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামের উক্ত পদবীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো। সে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বললো, "রিসালততো আপনার সৌভাগ্য হয়েছে। আর ক্বোরবানীর নেতৃত্ব হযরত হারূনের হাতে। আমার তো কিছুই রইলো না; অথচ আমি তাওরীতের উৎকৃষ্টতর পাঠক হই। এতে আমার ধৈর্য হচ্ছেনা।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, "এ পদটা তো হারূন (আলায়হিস্ সালাম)কে আমি দিইনি, আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়েছেন।" কারূন বললো, "আল্লাহ্‌রই শপথ! আমি আপনার কথা সত্য বলে গ্রহণ করবো না, যতক্ষণ না আপনি এর প্রমাণ আমাকে দেখাবেন।" হযরত মূসা আলায়হিস্

সালাম বনী ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে বললেন, "তোমরা তোমাদের লাঠিগুলো নিয়ে এসো।" সে গুলোর সবটিই তিনি আপন হুজরার মধ্যে জমা করে রাখলেন। সারা রাত ব্যাপী বনী ইস্রাঈল ঐ লাঠিগুলোকে পাহারা দিতে লাগলো। ভোরে দেখা গেলো যে, হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামের লাঠি তরুতাজা হয়ে গেলো। তা থেকে কচি পাতা বের হয়ে আসলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, "হে কারূন! তুমি কি এটা দেখেছো?" কারূন বললো, "এটা আপনার যাদু বৈ আশ্চর্যজনক কিছুই নয়।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন; কিন্তু সে সব সময় তাঁকে কষ্ট দিতো। আর তার অবাধ্যতা ও অহংকার এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রতি শত্রুতা দিন দিন বাড়তে লাগলো।

সে (কারূন) একটা বাড়ী তৈরী করলো। সেটার দরজা ছিলো স্বর্ণের তৈরী। দেয়ালের উপর স্বর্ণের পাত স্থাপন করলো। বনী ইস্রাঈল সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট আসতো খানা খেতো। নতুন নতুন কথা রচনা করতো এবং তাকে হাসাতো।

যখন যাকাতের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো, তখন কারূন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট আসলো। তখন সে নিজেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো যে, সে দিরহাম, দীনার ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি থেকে হাজার হাজার অংশ যাকাত দেবে। কিন্তু ঘরে গিয়ে হিসাব করে দেখলো যে, তার মোট সম্পদের ততটুকু অংশও পরিমাণে অনেক ছিলো। তার রিপু এতটুকু দিতেও সাহস করলো না।

আর সে বনী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে বললো, "তোমরা মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রত্যেক কথা মান্য করেছো। এখন তিনি তোমাদের সম্পদ নিতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?" তারা বললো, "আপনি আমাদের মধ্যে বড়। আপনি যা চান নির্দেশ দিন।" সে বললো, "অমুখ দুশ্চরিত্রা নারীর নিকট যাও। আর তার জন্য একটা বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারণ করো। সুতরাং সে মূসা আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে।" এমনটি করা সম্ভব হলে বনী ইস্রাঈল হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বর্জন করবে।"

সুতরাং কারূন ঐ নারীকে হাজার স্বর্ণমুদ্রা (আশরাফী) ও হাজার টাকা এবং বহু ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ অপবাদ দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পরদিন বনী ইস্রাঈলকে একত্রিত করে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট আসলো আর বলতে লাগলো, "বনী ইস্রাঈল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন! আপনি তাদেরকে কিছু ওয়াজ-নসীহত করুন।"

হযরত তাশরীফ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বনী ইস্রাঈলের সমাবেশে দণ্ডায়মান হয়ে তিনি বললেন, "হে বনী ইস্রাঈল! যে চুরি করবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। যে কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করবে তাকে আশিটা চাবুক মারা হবে, যে যিনা করবে, তার যদি স্ত্রী না থাকে তবে তাকে একশ চাবুক মারা হবে, আর যদি স্ত্রী থাকে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।"

কারূন বলতে লাগলো, "এ নির্দেশ কি সবার জন্য? চাই আপনিও হোন না কেন?" তিনি বললেন, "হাঁ, যদি আমিও হইনা কেন।" সে বলতে লাগলো, "বনী ইস্রাঈলের ধারণা যে, আপনি অমুখ দুশ্চরিত্রা নারীর সাথে যিনা করেছেন!" হযরত সৈয়্যদুনা মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, "তাকে ডেকে আনো।" সে আসলো। অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, "তাঁরই শপথ, যিনি বনী ইস্রাঈলের জন্য সমুদ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছেন এবং তাতে রাস্তা করে দিয়েছেন আর তাওরীত অবতীর্ণ করেছেন! সত্য কথাই বলে দে।" তখন ঐ নারী ভয় পেয়ে গেলো এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে তাঁকে দুঃখ দেয়ার দুঃসাহস তার হলো না। সে মনে মনে ভাবলো, "এর পরিবর্তে তাওবা করে নেয়াই শ্রেয় হবে।" অতঃপর সে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের দরবারে আরয করলো, "যা কিছু কারূন আমার দ্বারা বলাতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ মহাসম্মানিত, মহামহিমের শপথ! তা মিথ্যা এবং সে আপনার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের বিনিময়ে আমার জন্য বহু অর্থ-সম্পদ নির্দ্ধারণ করেছে।"

সূরা ঃ ২৮ ক্বাসাস্	৭১৫	পারা ঃ ২০
এবং না সে তার বদলা নিতে পারতো (২০৮)।		وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾
	মানযিল - ৫	

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন প্রতিপালকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাজদাবনত হলেন আর এই আরয করতে লাগলেন, "হে আমার প্রতিপালক! যদি আমি তোমার রসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমারই কারণে তুমি কারূনকে শাস্তি দাও।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন- 'আমি যমীনকে আপনার আনুগত্য করবার নির্দেশ দিয়েছি। আপনি তাকে যা চান নির্দেশ দিন!'

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম বনী ইস্রাঈলকে বললেন, "হে বনী ইস্রাঈল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কারূনের প্রতি প্রেরণ করেছেন যেমন ফির'আউনের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। যে কারূনেরই সাথী হবে সে যেন তার সাথেই তার স্থানে স্থির থাকে। আর যে আমার সাথী হবে সে যেন তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়।"

সমস্ত লোক কারূনের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং মাত্র দু'জন লোক ছাড়া কেউ তার সাথে রইলো না। অতঃপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যমীনকে নির্দেশ দিলেন যেন তাদেরকে গ্রাস করে নেয়। তখন তারা হাঁটু পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। অতঃপর তিনি একই নির্দেশ দিলেন। তখন কোমর পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তিনি এভাবে নির্দেশ দিতে রইলেন। ফলে, তারা ঘাড় পর্যন্ত ধ্বসে গেলো। তখন তারা বহু কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো এবং কারূন তাঁকে আল্লাহর বিভিন্ন শপথ ও আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিচ্ছিলো; কিন্তু তিনি সে দিকে দৃষ্টিপাতই করেন নি। শেষ পর্যন্ত, তারা সম্পূর্ণরূপেই ভূ-গর্ভে ধ্বসে গেলো আর ভূ-পৃষ্ঠ সমতল হয়ে গেলো।

হযরত ক্বাতাদাহ্ বলেন যে, তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ধ্বংসতেই থাকবে।

বনী-ইস্রাঈল বললো, "হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম কারূনের প্রাসাদ, তার ধন-ভাণ্ডার ও ধন-সম্পদের কারণে তার বিরুদ্ধে বদ্-দো'আ করছেন।" এ কথা শুনে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। অতঃপর তার প্রাসাদ, ধন-ভাণ্ডার এবং সম্পদও ভূ-গর্ভে ধ্বসে গেলো।

টীকা-২০৮. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে।

টীকা-২০৯. আপন ঐ কামনার জন্য লজ্জিত হয়ে

টীকা-২১০. যার জন্য ইচ্ছা করেন।

টীকা-২১১. অর্থাৎ বেহেশ্‌ত,

টীকা-২১২. প্রশংসিত।

টীকা-২১৩. দশগুণ সাওয়াব;

টীকা-২১৪. অর্থাৎ সেটার তেলাওয়াত, প্রচার ও সেটার বিধানাবলী পালন করা অপরিহার্য করেছেন।

টীকা-২১৫. অর্থাৎ মক্কা মুকার্‌রামায়। অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকার্‌রামায় অতি জাঁকজমক, মান-সম্মান, বিজয় ও প্রতাপ সহকারে প্রবেশ করাবেন। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই আপনার শাসনাধীন হবে। শির্ক ও সেটার সহায়তাকারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াতে কারীমাহ্ 'জোহ্‌ফাহ্'য় অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনার দিকে হিজরত করে সেখানে পৌঁছলেন; আর তাঁর অন্তরে তাঁর ও তাঁর পিতৃ-পুরুষদের জন্মস্থান মক্কা-মুকার্‌রামার প্রতি আগ্রহ জন্মালো তখন জিব্রাঈল আমীন আসলেন এবং তিনি আরয করলেন, "হুযূরের মনে কি নিজ শহর মক্কা মুকার্‌রামার প্রতি আগ্রহ রয়েছে?" এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- অতঃপর এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন।

" مَعَاد ' শব্দের ব্যাখ্যা- মৃত্যু, ক্বিয়ামত ও জান্নাত দ্বারাও করা হয়েছে।

টীকা-২১৬. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক জানেন যে, আমি হিদায়ত (সঠিক পথ-নির্দেশনা) নিয়ে এসেছি এবং আমার জন্য সেটার প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে। আর মুশ্‌রিকগণ গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে এবং (তারা) কঠিন শাস্তিরই উপযোগী।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার কাফিরদের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছে-

اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ

অর্থাৎ 'আপনি অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন!' (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

وَاَصْبَحَ الَّذِیْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ یَقُوْلُوْنَ وَیْكَاَنَّ اللّٰهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَیَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَیْكَاَنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٢

৮২. এবং গতকাল যারা তার মতো মর্যাদা কামনা করেছিলো সকালে (২০৯) তারা বলতে লাগলো, 'আশ্চর্যজনক কথা! আল্লাহ্ রিয্‌ক্ব প্রশস্ত করেন আপন বান্দাদের মধ্যে যার জন্য চান এবং সংকুচিত করেন (২১০)। যদি আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও ধ্বসিয়ে ফেলতেন। হে আশ্চর্য! কাফিরদের জন্য মঙ্গল নেই।

রুকূ' - নয়

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝٨٣

৮৩. এটা আখিরাতের আবাস (২১১), আমি তাদেরই জন্য নির্দ্ধারিত করি যারা ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার চায়না এবং না অশান্তি; এবং পরকালের শুভ-পরিণাম খোদাভীরুদেরই (২১২)।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَیْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزَی الَّذِیْنَ عَمِلُوا السَّیِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝٨٤

৮৪. যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য তা অপেক্ষা উত্তম রয়েছে (২১৩); এবং যে মন্দকর্ম করেছে, যারা মন্দ কাজ করে তারা তার বদলা পাবেনা, কিন্তু যতটুকু করেছিলো।

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّیْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝٨٥

৮৫. নিশ্চয় যিনি আপনার উপর ক্বোরআনকে ফরয (অপরিহার্য) করেছেন (২১৪) তিনি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে আপনি ফিরে যেতে চান (২১৫)! আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তাঁকে, যিনি হিদায়ত এনেছেন এবং (তাকেও) যে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে (২১৬)।'

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْۤا اَنْ یُّلْقٰۤی اِلَیْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكٰفِرِیْنَ ۝٨٦

৮৬. এবং আপনি আশা করতেন না যে, কিতাব আপনার প্রতি প্রেরণ করা হবে (২১৭)। হাঁ, আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেছেন; সুতরাং কখনো কাফিরদের সহায়তা করবেন না (২১৮)।

وَلَا یَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْكَ

৮৭. এবং কখনো তারা যেন আপনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ না রাখে এরপর যে, সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ

টীকা-২১৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, এ সম্বোধন বাহ্যতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে; বস্তুতঃ উদ্দেশ্য তাতে 'মু'মিনগণই।'

টীকা-২১৮. তাদের সহায়তাকারী ও সাহায্যকারী হবেন না!

টীকা-২১৯. অর্থাৎ কাফিরদের পথভ্রষ্টকারী কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টিপাতই করবেন না এবং তাদেরকে প্রতিহত করুন!

টীকা-২২০. সৃষ্টিকে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করুন!

টীকা-২২১. তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন না।

টীকা-২২২ আখিরাতে এবং তিনিই কর্মসমূহের প্রতিদান দেবেন। ★

****

টীকা-১. 'সূরা আন্‌কাবূত' মক্কী। এতে সাতটি রুকূ', উনসত্তরটি আয়াত, নয়শ আশিটি পদ, চার হাজার একশ পঁয়ষট্টিটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, বিভিন্ন ধরণের বিপদাপদ, ইবাদতের আগ্রহ, কু-প্রবৃত্তি বর্জন এবং জান-মালের বিনিময় ইত্যাদি দ্বারা; যাতে তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা খুব প্রকাশ পেয়ে যায়; আর নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্যটুকু সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

হয়েছে (২১৯); এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করুন (২২০), এবং কিছুতেই যেন অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত না হোন (২২১)।

৮৮. এবং আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের পূজা করো না; তিনি ব্যতীত অন্য কোন খোদা নেই; প্রত্যেক কিছু ধ্বংসশীল- তাঁরই সত্তা ব্যতীত। নির্দেশ তাঁরই এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাবে (২২২)। ★

সূরা আন্‌কাবূত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সূরা আন্‌কাবূত মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬৯ রুকূ'-৭

রুকূ' - এক

الٓمٓ ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. লোকেরা কি এ অহংকারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর ছেড়ে দেয়া হবে যে, বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না (২)?

৩. এবং নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি (৩); সুতরাং অবশ্যই আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে দেখবেন এবং অবশ্যই মিথ্যাবাদীদেরকেও দেখবেন (৪)।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ঐসব হযরতের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা মক্কা মুকাররামায় ছিলেন। আর তাঁরা যখন ইসলামকে স্বীকৃতি দিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সাহাবা কেরাম তাঁদের প্রতি লিখলেন যে, শুধু মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না হিজরত করবেন। তাঁরা হিজরত করলেন আর মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মুশরিকগণ তাদের উপর হামলা করার প্রতি উদ্ধত হলো এবং তাদের সাথে যুদ্ধই করলো। ফলে, তাঁদের মধ্যে কিছু লোক শহীদ হয়ে গেলেন। আর বাকীরা বেঁচে আসলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ দু'আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, সেসব লোক দ্বারা বুঝায়- সালমাহ্ ইবনে হিশাম, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবী'আহ্, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ এবং 'আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রমুখ, যাঁরা মক্কা মুকাররামায় ঈমান এনেছেন।

অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াত হযরত আম্মারের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতের কারণে নির্যাতিত হতেন, আর কাফিরগণ তাঁকে অসহনীয় কষ্ট দিতো। অপর এক অভিমত এ যে, এ আয়াতসমূহ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর ক্রীতদাস হযরত মাহ্জা' ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে এরশাদ করলেন যে, মাহ্জা' শহীদগণের সরদার। আর এ উম্মতের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার প্রতি আহ্বান করা হবে। তাঁর মাতা-পিতা ও তাঁর স্ত্রী তার জন্য অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে শান্তনা প্রদান করলেন।

টীকা-৩. বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন যাঁদেরকে আরা দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছিলো। অনেককে লৌহের চিরুনি দিয়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয়েছিলো। আর তাঁরা সততা ও বিশ্বস্ততার উপর অবিচলিত থাকেন।

টীকা-৪. প্রত্যেকের অবস্থা প্রকাশ করে দেবেন।

★ 'সূরা ক্বাসাস্' সমাপ্ত।

টীকা-৫. শির্ক ও পাপাচারসমূহে লিপ্ত রয়েছে

টীকা-৬. এবং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো না?

টীকা-৭. পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে ভয় করে, কিংবা সাওয়াবের আশা রাখে।

টীকা-৮. তিনি সাওয়াব ও আযাবের যে ওয়াদা করেছেন, অবশ্যই তা পূরণ হবে। সুতরাং তজ্জন্য প্রস্তুত থাকা আর সৎকর্মের প্রতি শীঘ্রই অগ্রসর হওয়া উচিত।

টীকা-৯. বান্দাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে।

টীকা-১০. হয়ত ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে অথবা নাফ্‌স ও শয়তানের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল ও অবিচলিত রয়ে,

টীকা-১১. তার উপকার ও পুরস্কার পাবে।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④

৪. অথবা একথা মনে করে আছে ঐসব লোক, যারা মন্দকর্ম করে (৫) যে, তারা কোন মতে বের হয়ে যাবে (৬)? কতই মন্দ সিদ্ধান্ত করে!

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

৫. যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে (৭), সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সময় অবশ্যই আগমনকারী (৮)। এবং তিনিই শুনেন, জানেন (৯)।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

৬. এবং যে আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা চালায় (১০), সে নিজের মঙ্গলের জন্যই প্রচেষ্টা চালায় (১১); নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বে-পরোয়া সমগ্র জাহান থেকে (১২)।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦

৭. এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে আমি অবশ্যই তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দেবো (১৩) এবং অবশ্যই তাদেরকে ঐ কর্মের উপর পুরস্কার দেবো, যা তাদের সমস্ত কর্মের মধ্যে উত্তম ছিলো (১৪)।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

৮. এবং আমি মানুষকে তাকীদ দিয়েছি আপন মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করতে (১৫); এবং যদি তারা তোমার উপর শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করে যেন তুমি আমার শরীক স্থির করো, যার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা অমান্য করো (১৬)। আমারই প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর আমি

টীকা-১২. মানুষ, জিন্ ও ফিরিশ্‌তাগণ এবং তাদের কর্ম ও ইবাদতসমূহ থেকে। আল্লাহ্‌র হুকুম করা ও নিষেধ করা বান্দাদের প্রতি তাঁর দয়া ও বদান্যতা প্রকাশের জন্যই।

টীকা-১৩. সৎকর্মসমূহের কারণে

টীকা-১৪. অর্থাৎ সৎকর্মের উপর।

টীকা-১৫. উপকার সাধন করতে ও সদ্ব্যবহার করতে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত, সূরা লোক্বমান এবং সূরা আহক্বাফের আয়াতসমূহ হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্বকাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্বন্ধে এবং ইবনে ইস্‌হাক্ব এর অভিমতানুসারে, সা'আদ ইবনে মালেক যুহ্‌রী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর মাতা হাম্‌নাহ্‌ বিনতে আবূ সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শাম্‌স্ ছিলো। হযরত সা'আদ ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। আর আপন মায়েরপ্রতি সদ্ব্যবহার করতেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মাতা বললো, "তুমি এ কি নতুন কাজ করলে? আল্লাহ্‌রই শপথ! যদি তুমি তা থেকে ফিরে না আসো তাহলে আমি না কিছু আহার করবো, না পান করবো। শেষ পর্যন্ত মরে যাবো। আর তোমার চিরদিনের জন্য বদনামী হবে এবং তোমাকে 'মায়ের হত্যাকারী' বলা হবে।" অতঃপর উক্ত বৃদ্ধা অনশন করলো এবং একদিন একরাত না পানাহার করলো, না ছায়ায় বসলো। ফলে, সে অতি দুর্বল হয়ে পড়লো। অতঃপর আরো একদিন একরাত এভাবেই অতিবাহিত করলো। তখন হযরত সা'আদ তার নিকট গেলেন এবং তিনি তাকে বললেন, "হে মাতা! যদি তোমার একশ প্রাণও থাকে, আর একেকটা করে সবটিই বের হয়ে যায়, তবুও আমি আপন দ্বীন বর্জনকারী নই- চাই তুমি আহার করো, অথবা না-ই করো।" যখন সে হযরত সা'আদ-এর দিক থেকে নৈরাশ হয়ে গেলো যে, তিনি আপন দ্বীন বর্জনকারী নন, তখন সে পানাহার আরম্ভ করলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আর নির্দেশ দিলেন যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যদি তারা কুফ্‌র ও শির্কের নির্দেশ দেয় হবে তা পালন করা যাবে না।

টীকা-১৬. কেননা, যে বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না, সেটা অন্য কারো কথার উপর ভিত্তি করে মেনে নেয়াকেই 'তাক্বলীদ' (অনুসরণ) বলা হয়। অর্থ [illegible] হলো যে, বাস্তব ক্ষেত্রে আমার কোন শরীক নেই। সুতরাং জ্ঞান দ্বারা ও সুক্ষ্মভাবে যাচাই করলে তো কেউ কাউকেও আমার শরীকরূপে মানতে পারে না, তা (মান্য করাও) একেবারেই অসম্ভব। বাকী রইলো, না জেনে কারো অনুসরণ করে আমার জন্য শরীক স্থির করা। তাও চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ কাজ। [illegible] ক্ষেত্রে মাতা-পিতার কথনো আনুগত্য করোনা।

মাস্‌আলাঃ কোন মাখ্‌লূকেরই এমন আনুগত্য বৈধ নয়, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা হয়।

টীকা-১৭. তোমাদের কর্মফল প্রদান করে।

টীকা-১৮. যে, তাদের সাথে হাশর করবো, আর ' সালেহীন' (সৎ কর্মপরায়ণগণ) দ্বারা 'নবীগণ ও ওলীগণ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ দ্বীনের কারণে কোন ক্লেশ ভোগ করে। যেমন কাফিরদের নির্যাতন।

টীকা-২০. এবং যেভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করা উচিত ছিলো তেমনিভাবেই মানুষের নির্যাতনকে ভয় করে। এমন কি ঈমান পর্যন্ত বর্জন করে এবং কুফর অবলম্বন করে নেয়। এ অবস্থা হচ্ছে মুনাফিকদের।

তোমাদেরকে বলে দেবো যা তোমরা করতে (১৭)।

৯. এবং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অবশ্যই আমি তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে শামিল করবো (১৮)।

১০. এবং কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি, অতঃপর যখন আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে কোন কষ্ট দেয়া হয় (১৯), তখন লোকদের উৎপীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তিরই সমতুল্য মনে করে (২০)। আর যদি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে সাহায্য আসে (২১), তবে অবশ্যই বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম (২২)।' আল্লাহ্ কি সম্যক অবহিত নন সে সম্পর্কে, যা কিছু সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে রয়েছে (২৩)?

১১. এবং অবশ্যই আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন ঈমানদারগণকে (২৪) এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মুনাফিকদেরকে (২৫)।

১২. এবং কাফিরগণ মুসলমানদেরকে বললো, 'আমাদের পথে চলো! এবং আমরা তোমাদের পাপভার বহন করবো (২৬)।' অথচ তারা তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

১৩. এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তারা নিজেদের (২৭) বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝাসমূহের সাথে আরো বোঝা (২৮)। এবং নিশ্চয় ক্বিয়ামত-দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে সেই অপবাদ সম্পর্কে যা তারা রটনা করে আসছিলো (২৯)।

রুকূ' - দুই

১৪. এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সুতরাং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর কম হাজার বছর অবস্থান করেছিলো (৩০)। অতঃপর তাদেরকে প্লাবন গ্রাস করলো

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ⑨

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

টীকা-২১. যেমন মুসলমানদের বিজয় হয় অথবা তাঁরা সম্পদ লাভ করেন।

টীকা-২২. ঈমান ও ইস্‌লামে। এবং তোমাদের মতো দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকেও তাতে শরীক করে নাও।

টীকা-২৩. কুফর ও ঈমান (সম্পর্কে)ঃ

টীকা-২৪. যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছে এবং বালা ও মুসীবতের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

টীকা-২৫. এবং উভয় দলকে তাদের কর্মফল প্রদান করবেন।

টীকা-২৬. মক্কার কাফিরগণ ক্বোরাঈশ বংশীয় মু'মিনদেরকে বলেছিলো, "তোমরা আমাদের ও আমাদের পিতৃ-পুরুষদের দ্বীন অবলম্বন করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যা বিপদাপদ আসবে সেগুলোর আমরা যিম্মাদার। আর তোমাদের পাপভার আমাদেরই ঘাড়ের উপর। অর্থাৎ যদি আমাদের রীতির উপর থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন ও শাস্তি দেন তবে তোমাদের শাস্তি আমরা আমাদের উপর নিয়ে নেবো।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যুক বলে ঘোষণা করলেন।

টীকা-২৭. কুফর ও পাপাচারসমূহের।

টীকা-২৮. তাদের পাপসমূহের, যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সৎ পথে বাধা দিয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে–যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন মন্দ রীতি আবিষ্কার করে তার উপর উক্ত রীতি আবিষ্কার করার পাপও বর্তায় আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে সব লোক তদনুযায়ী আমল করে তাদের পাপও; অথচ তাদের পাপভার থেকে কিছুই হ্রাস করা হবেনা। (মুসলিম শরীফ)

টীকা-২৯. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কার্যাদি ও মিথ্যা রচনা সবই জানেন; কিন্তু তাদেরকে এ প্রশ্নটা তিরস্কারের জন্য করা হবে।

টীকা-৩০. এ গোটা সময়সীমার মধ্যে তিনি সম্প্রদায়কে তাওহীদ ও ঈমানের প্রতি আহ্বান করা অব্যাহত রাখেন এবং তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত সম্প্রদায় নিবৃত্ত হয়নি; বরং অস্বীকারই করতে থাকলো।

টীকা-৩১. প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর তাঁদের সম্প্রদায়গুলো বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিলো। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম 'পঞ্চাশ কম হাজার বছর' ধরে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। আর এতো দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সম্প্রদায়ের খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিলো। সুতরাং আপনি কোন দুঃখ করবেন না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, আপনার স্বল্প সময়ের আহ্বানের ফলে অগণিত মানুষ ঈমান এনে ধন্য হয়েছে।

টীকা-৩২. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে।

টীকা-৩৩. যারা তাঁর সাথে ছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো আটাত্তর- অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী। তাদের মধ্যে নূহ আলায়হিস্ সালামের সন্তান সাম, হাম ও ইয়াফিস এবং তাদের বিবিগণও শামিল ছিলো।

টীকা-৩৪. কথিত আছে যে, ঐ কিস্তীটি 'জূদী পর্বত'-এর উপর দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান ছিলো।

টীকা-৩৫. স্মরণ করুন!

টীকা-৩৬. যে প্রতিমাগুলোকে খোদার শরীক বলছো!

টীকা-৩৭. তিনিই রিযক্বদাতা।

টীকা-৩৮. আখিরাতে।

টীকা-৩৯. এবং আমাকে মান্য না করলেও তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই; আমি পথ প্রদর্শন করেছি; মু'জিযাসমূহ পেশ করেছি; আমার কর্তব্য কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এতদ্সত্ত্বেও যদি তোমরা মান্য না করো,

টীকা-৪০. নিজেদের নবীগণকে; যেমন নূহ, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়। তাদের অস্বীকার করার পরিণাম এ-ই হয়েছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

টীকা-৪১. যে, প্রথমে তাদেরকে বীর্য রূপে সৃষ্টি করেন; অতঃপর জমাটবাঁধা রক্তের আকৃতি প্রদান করেন, অতঃপর মাংসের টুকরারূপ করেন। এভাবে ক্রমশঃ তাদের গড়নকে পরিপূর্ণ করেন।

টীকা-৪২. আখিরাতে পুনরুত্থানের সময়।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করা, অতঃপর মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা।

টীকা-৪৪. বিগত সম্প্রদায়গুলোর দেশ ও স্মৃতিচিহ্নসমূহকে যে,

وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ⑭

এবং তারা অত্যাচারী ছিলো (৩১)।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ⑮

১৫. অতঃপর আমি তাকে (৩২) ও কিস্তিতে আরোহণকারীদেরকে (৩৩) উদ্ধার করে দিয়েছি এবং ঐ কিস্তিকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নিদর্শন করেছি (৩৪)।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑯

১৬. এবং ইব্রাহীমকে (৩৫), যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলো, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁকে ভয় করো। তাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে যদি তোমরা জানতে।

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ⑰

১৭. তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিমার পূজা করছো এবং নিছক মিথ্যা রচনা করছো (৩৬)। নিশ্চয় তারা, যাদের তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছো, তোমাদের জীবিকার কিছুরই মালিক নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌রই নিকট জীবিকা তালাশ করো (৩৭) এবং তাঁরই ইবাদত করো এবং তাঁরই অনুগ্রহ স্বীকার করো। তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (৩৮)।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑱

১৮. এবং যদি তোমরা অস্বীকার করো (৩৯), তবে তোমাদের পূর্ববর্তী কত সম্প্রদায়ই অস্বীকার করেছিলো (৪০)! এবং রসূলের দায়িত্ব কিছুই নয়, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।'

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑲

১৯. এবং তারা কি দেখেনি, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেন (৪১)? অতঃপর সেটা পুনরায় সৃষ্টি করবেন (৪২)। নিশ্চয় তা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ (৪৩)।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ⑳

২০. আপনি বলুন! ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখো (৪৪), আল্লাহ্ কিভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেন (৪৫) অতঃপর আল্লাহ্ দ্বিতীয় উত্থান ঘটান (৪৬)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ

২১. শাস্তি দেন যাকে যান (৪৭) এবং দয়া করেন যার প্রতি ইচ্ছা করেন (৪৮); এবং

টীকা-৪৫. সৃষ্টিকে; অতঃপর তাকে মৃত্যু প্রদান করেন।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ যখন এ কথা দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নিয়েছো যে, প্রথম বার আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন, তখন বুঝা গেলো যে, ঐ সৃষ্টিকর্তার পক্ষে সৃষ্টিকে মৃত্যু দেয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছুই নয়।

টীকা-৪৭. স্বীয় ন্যায় বিচার দ্বারা

টীকা-৪৮. আপন অনুগ্রহক্রমে;

টীকা-৪৯. আপন প্রতিপালকের

টীকা-৫০. তাঁর আয়ত্ত থেকে বাঁচার ও পালানোর কোন অবকাশ নেই; অথবা অর্থ এ যে, না পৃথিবীবাসী তাঁর নির্দেশ ও নিয়তি থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারে, না আসমানবাসী।

টীকা-৫১. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ ও পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-৫২. এ নসীহত ও উপদেশদানের পর অবরও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি যখন তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানান, প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপদেশাবলী প্রদান করেন,

তোমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে।

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

২২. এবং না তোমরা যমীনে (৪৯) আয়ত্ত থেকে বের হতে পারো এবং না আস্‌মানে (৫০) এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না আছে কোন কর্মব্যবস্থাপক, না আছে সাহায্যকারী।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

রুকূ' - তিন

২৩. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আমার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে (৫১) তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের আমার অনুগ্রহ লাভের আশা নেই এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (৫২)।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং তার সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু এটুকুই বললো, 'তাঁকে হত্যা করে ফেলো অথবা জ্বালিয়ে দাও (৫৩)।' অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (৫৪) আগুন থেকে রক্ষা করেছেন (৫৫)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (৫৬)।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. এবং ইব্রাহীম (৫৭) বললেন, 'তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত এ মূর্তিগুলো তৈরী করে নিয়েছো, যাদের সাথে তোমাদের ভালবাসা এই দুনিয়ার জীবন পর্যন্ত (৫৮)। অতঃপর ক্বিয়ামত-দিবসে তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাথে কুফর করবে এবং একে অপরের প্রতি অভিসম্পাত করবে (৫৯) এবং তোমাদের সবার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম (৬০) এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৬১)।'

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৬. অতঃপর লূতই তাঁর উপর ঈমান এনেছে (৬২) এবং ইব্রাহীম বললো (৬৩), 'আমি আপন প্রতিপালকের প্রতি হিজরত করছি (৬৪)। নিশ্চয় তিনিই সম্মান ও বাস্তব জ্ঞানের

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

وقف لازم

টীকা-৫৩. এটা তারা পরস্পর পরস্পরকে বলছে অথবা নেতৃবৃন্দ আপন আপন অনুসারীদেরকে; উভয় অবস্থায়ই কিছু লোক নির্দেশদাতা ছিলো, কিছু লোক এর উপর সন্তুষ্ট ছিলো। তারা সবাই একমত। এ কারণে এরাও হত্যাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে; যখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে।

টীকা-৫৫. ঐ আগুনকে শীতল করে এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের জন্য শান্তির বস্তুতে পরিণত করে।

টীকা-৫৬. আশ্চর্যজনক নিদর্শনসমূহ! (যেমন) আগুনের এ আধিক্য সত্ত্বেও কোন প্রতিক্রিয়া না করা, শীতল হয়ে যাওয়া, তদস্থলে বাগান সৃষ্টি হওয়া এবং তাও চোখের পলক মারার পরিমাণ অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে সংঘটিত হওয়া।

টীকা-৫৭. আপন সম্প্রদায়কে

টীকা-৫৮. অতঃপর বন্ধ হয়ে যাবে এবং আখিরাতে কোন কাজে আসবে না।

টীকা-৫৯. প্রতিমাগুলো আপন পূজারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং নেতৃবর্গ তাদের অনুসারীদের প্রতি ও অনুসারীগণ নেতৃবর্গের প্রতি অভিসম্পাত করবে।

টীকা-৬০. বোতগুলোরও এবং পূজারীদেরও, তাদের মধ্যে নেতৃবর্গেরও এবং তাদের অনুগতদেরও।

টীকা-৬১. যে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। আর যখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম অগ্নিকুণ্ড থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসলেন এবং তা তাঁর কোন ক্ষতি করলো না,

টীকা-৬২. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম এ মু'জিযা দেখে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের রিসালতের সত্যায়ন করলেন। তিনি ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। 'ঈমান' দ্বারা 'রিসালতকে সত্য বলে মেনে নেয়া' বুঝায়। মূল একত্ববাদের বিশ্বাস তো তাঁর মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান ছিলো। তা এজন্য যে, নবীগণ সর্বদাই মু'মিন হয়ে থাকেন। আর তাঁদের থেকে কুফর সম্পন্ন হওয়া কোন অবস্থাতেই কল্পনীয় নয়।

টীকা-৬৩. আপন সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে,

টীকা-৬৪. যেখানেই তাঁর নির্দেশ হয়। সুতরাং তিনি ইরাকের শহরতলী থেকে শাম বা সিরিয়া-ভূমির দিকে হিজরত করলেন। এ হিজরতের সময় তাঁর

সাথে তাঁর স্ত্রী 'সারা' এবং হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ছিলেন।

টীকা-৬৫. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের পর

টীকা-৬৬. যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের পর যত নবী হয়েছেন সবই তাঁর (বংশ) থেকে হয়েছেন।

টীকা-৬৭. 'কিতাব' দ্বারা 'তাওরীত, ইঞ্জীল, যাবূর ও ক্বোরআন শরীফ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৬৮. যে, পবিত্র বংশধর দান করেছি; পয়গাম্বরী তাঁরই বংশে রেখেছি, 'কিতাবসমূহ' ঐসব পয়গাম্বরকে দান করেছি, যাঁরা তাঁরই বংশীয়। আর তাঁকে সৃষ্টির মধ্যে প্রিয় ও বরণীয় করেছি। ফলে, সমস্ত জাতি ও ধর্মের লোক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখে এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে গৌরবের বিষয় মনে করে আর তাঁরই নিমিত্ত দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্তের জন্য দরূদ নির্দ্ধারিত করেছি। এতো হচ্ছে যা দুনিয়ার মধ্যে দান করেছি-

টীকা-৬৯. যাঁর জন্য রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা।

টীকা-৭০. এ অশ্লীলতার ব্যাখ্যা এর পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে-

টীকা-৭১. পথচারীদেরকে হত্যা করে তাদের মালামাল লুণ্ঠন করে; এবং একথাও কথিত আছে যে, তারা পথিকদের সাথে বলাৎকার করতো। এমন কি লোকেরা তাদের নিকট দিয়ে যাতায়ত পর্যন্ত মওকুফ করে দিয়েছিলো।

টীকা-৭২. যা বিবেকগত ভাবে এবং প্রথা মতেও মন্দ এবং নিষিদ্ধ- যেমন গালিগালাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, তালি ও শিশ দেয়া, একে অপরকে পাথর ছুঁড়ে মারা, পথিকদেরপ্রতি পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা, মদ্য পান করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং একে অপরের প্রতি থুথু ফেলা ইত্যাদি ঘৃণ্য কাজ ও আচরণ, যে সব কাজে লূত-সম্প্রদায় অভ্যস্ত ছিলো। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম এসব অপকর্মের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করেন।

টীকা-৭৩. এ বিষয়ে যে, এসব কর্ম মন্দ এবং এমন কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। এ কথা তারা ঠাট্টা-স্বরূপ বলেছিলো। হযরত লূত আলায়হিস্ সালামের যখন এ সম্প্রদায়ের সরল পথে ফিরে আসার কোন আশা রইলো না, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে

টীকা-৭৪. শাস্তি অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আমার বাণী পূর্ণ করে

টীকা-৭৫. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করলেন।

টীকা-৭৬. তাঁর পুত্র ও পৌত্র- হযরত ইস্‌হাক্ব ও হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালামের।

টীকা-৭৭. ঐ শহরের নাম 'সাদ্দূম' ছিলো।

টীকা-৭৮. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম,

টীকা-৭৯. এবং লূত আলায়হিস্ সালাম তো আল্লাহর নবী ও তাঁর মনোনীত বান্দা হন।

অধিকারী।'

২৭. এবং আমি তাঁকে (৬৫) ইস্‌হাক্ব ও য়া'কূবকে দান করেছি এবং আমি তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবূয়ত (৬৬) ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (৬৭); এবং আমি দুনিয়ার মধ্যে এর প্রতিদান তাঁকে দান করেছি (৬৮) এবং নিশ্চয় আখিরাতে আমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৬৯)।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং লূতকে উদ্ধার করেছি যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা নিশ্চয় এমন অশ্লীল কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা দুনিয়ায় কেউ করেনি (৭০)।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. তোমরা কি পুরুষের সাথে বলাৎকার করছো এবং ডাকাতি করছো (৭১) এবং নিজেদের মজলিসে ঘৃণ্য কাজ করছো (৭২)?' সুতরাং তাঁর সম্প্রদায়ের কোন জবাব ছিলো না, কিন্তু এ যে, তারা বললো, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন করো যদি তুমি সত্যবাদী হও (৭৩)!'

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

৩০. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করো (৭৪) এসব অশান্তি সৃষ্টিকারী লোকের বিরুদ্ধে (৭৫)।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

রুকূ' - চার

৩১. এবং যখন আমা[illegible] ফিরিশ্‌তাগণ ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে [illegible]সলো (৭৬), তখন তারা বললো, "আমরা অবশ্যই এ শহরবাসীদেরকে ধ্বংস করবো (৭৭)। নিশ্চয় তাতে বসবাসকারীরা অত্যাচারী।'

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২. বললো (৭৮), 'তাতে তো লূত রয়েছে (৭৯)।' ফিরিশ্‌তাগণ বললো, 'আমরা ভালোভাবে জানি তাতে যা রয়েছে। অবশ্যই

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا

আমরা তাকে (৮০) এবং তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, কিন্তু তার স্ত্রীকে; সে পশ্চাতে অবস্থানকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে (৮১)।'

৩৩. এবং যখন আমার ফিরিশ্‌তাগণ লূতের নিকট (৮২) আসলো, তখন তাদের আগমন তাঁর নিকট বিস্বাদ অনুভূত হলো এবং তাদের কারণে তাঁর অন্তর সংকুচিত হলো (৮৩) এবং তারা বললো, 'ভয় করবেন না (৮৪) এবং দুঃখও করবেন না (৮৫)! নিশ্চয় আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো, কিন্তু আপনার স্ত্রীকে। সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. নিশ্চয় আমরা এ শহরবাসীদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতারণকারী– তাদের অবাধ্যতার বদলাস্বরূপ।'

৩৫. এবং নিশ্চয় আমি তা থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য (৮৬)।

৩৬. মাদ্‌য়ানের প্রতি তাদের সম-সম্প্রদায়ের শু'আয়বকে প্রেরণ করেছি। সুতরাং সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং শেষ দিবসের আশা রাখো (৮৭)! এবং পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়িয়োনা!'

৩৭. অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পেয়ে বসলো। ফলে, তারা ভোরে নিজেদের গৃহসমূহের মধ্যে হাঁটুর উপর ভয় করে পড়ে রইলো (৮৮)।

৩৮. এবং 'আদ ও সামূদকে ধ্বংস করেছি (৮৯) এবং তোমাদের নিকট তাদের বস্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে (৯০)। এবং শয়তান তাদের কৃতকর্ম (৯১) তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত রেখেছে এবং তাদের মধ্যে বোধশক্তি ছিলো (৯২)।

৩৯. এবং কারূন, ফিরআউন ও হামানকে (৯৩); এবং নিশ্চয় মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছে। অতঃপর তারা ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করেছে এবং তারা আমার আয়ত্ত থেকে বের হয়ে যাবার মতো ছিলো না (৯৪)।

৪০. অতঃপর তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের পাপের জন্য পাকড়াও করেছি; সুতরাং তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণ করেছি (৯৫); এবং তাদের কাউকে ভয়ানক শব্দ-ধ্বনি পেয়ে বসলো (৯৬), এবং তাদের মধ্যে কাউকে

لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٢

وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٣

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝٣٤

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝٣٥

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٣٦

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٣٧

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝٣٨

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝٣٩

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ

টীকা-৮০. অর্থাৎ লূত আলায়হিস্‌ সালামকে

টীকা-৮১. শাস্তিতে।

টীকা-৮২. সুদর্শন অতিথির বেশে

টীকা-৮৩. সম্প্রদায়ের কার্যাদি ও কর্মতৎপরতাসমূহ এবং তাদের অনুপযুক্ততার প্রতি খেয়াল করে। তখন ফিরিশ্‌তাগণ প্রকাশ করলেন যে, তাঁরা আল্লাহ্‌রই প্রেরিত।

টীকা-৮৪. সম্প্রদায়ের লোকজনকে

টীকা-৮৫. আমাদের জন্য যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের সাথে কোনরূপ বে-আদবী করবে অথবা অসদাচরণ করবে! আমরা ফিরিশ্‌তা। আমরা ঐসব লোককে ধ্বংস করে ফেলবো এবং

টীকা-৮৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, ঐ সুস্পষ্ট নিদর্শন হচ্ছে– 'লূত-সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ'।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসের, এমন কর্মসমূহ সম্পাদন করে, যেগুলো আখিরাতে সাওয়াবের কারণ হয়।

টীকা-৮৮. প্রাণহীন, মৃত অবস্থায়।

টীকা-৮৯. হে মক্কাবাসীগণ!

টীকা-৯০. হিজর ও ইয়েমেনের মধ্যে যখন তোমরা তোমাদের সফরে সে স্থান অতিক্রম করো।

টীকা-৯১. কুফর ও পাপ কার্যাদি

টীকা-৯২. বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলো, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো; কিন্তু তারা বিবেক ও ন্যায়বিচার শক্তিকে কাজে লাগায়নি।

টীকা-৯৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা ধ্বংস করেছেন;

টীকা-৯৪. যেন আমার শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে।

টীকা-৯৫. এবং সেটা লূত-সম্প্রদায় ছিলো, যাদেরকে ছোট ছোট পাথর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে; যা প্রবল বায়ুর সাথে তাদের গায়ে লাগতো।

টীকা-৯৬. অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়; যাদেরকে ভয়ংকর ধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ কারূন ও তার সঙ্গীদেরকে,

টীকা-৯৮. যেমন নূহ-সম্প্রদায়কে এবং ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে।

টীকা-৯৯. তিনি কাউকেও গুনাহ্ ছাড়া শাস্তিতে গ্রেফতার করেন না;

টীকা-১০০. নির্দেশসমূহ অমান্য করে এবং কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে

টীকা-১০১. অর্থাৎপ্রতিমাগুলোকে উপাস্য স্থির করেছে, তাদের সাথে আশাকে সম্পৃক্ত করে রেখেছে। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলোর অক্ষমতার এবং বাধ্যতার দৃষ্টান্ত এই, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে–

টীকা-১০২. আপন অবস্থানের জন্য; না তা দ্বারা গরম দূরীভূত হয়, না শীত, না ধূলাবালি ও বৃষ্টি– কোন কিছু থেকে হিফাযত হয়। এমনই বোত্ যে, সেগুলো আপন পূজারীদেরকে না দুনিয়ায় উপকার করতে পারে, না আখিরাতে কোন ক্ষতি করতে পারবে।

সূরা ঃ ২৯ আনকাবূত ৭২৪ পারা ঃ ২০

مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে ফেলেছি (৯৭), এবং তাদের মধ্যে কাউকে ডুবিয়ে মেরেছি (৯৮)। এবং আল্লাহ্‌র জন্য শোভা পেতো না যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করতেন (৯৯); হাঁ, তারা নিজেরাই (১০০) নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করছিলো।

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১. তাদেরই উপমা, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য মালিক স্থির করেছে (১০১), মাকড়সার ন্যায়; সে জালের ঘর তৈরী করেছে (১০২); এবং নিশ্চয় সমস্ত ঘরের মধ্যে দুর্বলতম ঘর হচ্ছে মাকড়সার ঘর (১০৩); কতোই উত্তম হতো যদি জানতো (১০৪)!

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. আল্লাহ্ জানেন যে বস্তুর তারা তাঁকে ব্যতীত পূজা করছে (১০৫); এবং তিনিই সম্মান ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী (১০৬)।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং এ দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করছি; এবং সেগুলো বুঝেনা, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা (১০৭)।

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ্ আস্মান ও যমীন সত্য তৈরী করেছেন। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (১০৮) মুসলমানদের জন্য। ★

মানযিল - ৫

টীকা-১০৩. এমনই সমস্ত ধর্মের মধ্যে দুর্বলতম ও অকেজো ধর্ম হচ্ছে- মূর্তি পূজারীদের ধর্ম।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হযরত আলী মুর্তাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজেদের ঘর থেকে মাকড়সার জাল দূরীভূত করো। এটা দারিদ্রের কারণ হয়।

টীকা-১০৪. যে, তাদের দ্বীন এতই অকেজো!

টীকা-১০৫. যে, তার কোন বাস্তবতাই নেই;

টীকা-১০৬. সুতরাং বিবেকবানের জন্য কিভাবে শোভা পাবে যে, সে সম্মান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, সর্বশক্তিমান ও খোদ মোখ্তার আল্লাহ্‌র ইবাদত ছেড়ে জ্ঞানহীন, ক্ষমতাহীন পাথরসমূহের পূজা করবে?

টীকা-১০৭. অর্থাৎ সেগুলোর সৌন্দর্য ও উৎকৃষ্টতা, সেগুলোর উপকারসমূহ ও সেগুলোর রহস্য জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বুঝে; যেমন এ দৃষ্টান্ত মুশরিক ও আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসীর অবস্থাকে খুব উত্তমরূপে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং পার্থক্যটুকুও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিররা ভৎর্সনার সুরে বলেছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাছি ও মাকড়সার দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন! আর তারা এটা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলো। এ আয়াতের মধ্যে তাদের খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা মূর্খলোক, দৃষ্টান্তের রহস্য জানেনা। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানোই উদ্দেশ্য হয় এবং যেমন বস্তু হবে সেটার মান প্রকাশের জন্য অনুরূপ দৃষ্টান্তই প্রদান করা হিকমতেরই চাহিদা। সুতরাং বাতিল ও দুর্বল ধর্মের দুর্বলতা ও বাতুলতা প্রকাশ করার জন্য এ উদাহরণটা অতীব উপকারী। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন, তারাই বুঝতে পারে।

টীকা-১০৮. তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা এবং তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয় হবার উপর প্রমাণ বহন করে। ★

★ বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

এ ক্বোরআন মজীদের পারা ও সূরার সূচী